রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ৩, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৮ মে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৪৩-আইন/২০১২।—খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়ঃ সাধারণ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন);

(২) "ইজারা অর্থ খনি ইজারা বা, ক্ষেত্রমত, কোয়ারী ইজারা;

(৩) "ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ ব্যুরো;

মূল্য ঃ টাকা ৬৪.০০

(৪) "ইজারাগ্রহীতা" অর্থ একজন ব্যক্তি বা পক্ষ যাহার অনুকূলে কোয়ারী ইজারা বা খনি ইজারা প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৫) "উন্মুক্ত খনি পদ্ধর্তি" অর্থ যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করিয়া উন্মুক্ত পবিেশে খনি হইতে খনিজ সংগ্রহ করিতে খনন কাজ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাদি;

(৬) "কোয়ারী" অর্থ এইরূপ স্থান যেস্থানে, ভূমির উপরিভাগে বা উপ-উপরিভাগের (Subsurface) স্তরে প্রাকৃতিকভাবে খনিজ বা শিলা জমা রহিয়াছে এবং যেস্থান হইতে খনন ব্যতীত বা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) মিটার উলম্ব গভীরতায় খনিজ পাওয়া যায়;

(৭) "কোয়ারী ইজারামূল্য" অর্থ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর এবং অন্যান্য অধাতব খনিজ এর মূল্য যাহা ব্যুরো, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিনিধিগণ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারিত;

(৮) "খনিজ" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) তে সংজ্ঞায়িত খনিজ সম্পদ;

(৯) "খনি" অর্থ আইনের ধারা ২ (গ) তে সংজ্ঞায়িত খনি;

(১০) "খনিমুখ" অর্থ এইরূপ একটি স্থান যেইস্থানে বা স্থান হইতে খনিজ উত্তোলনের পর হস্তগত, সংগ্রহ, মজুদ বা সমাবেশ করা হয়;

(১১) "জিএসবি" অর্থ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (Geological Survey of Bangladesh);

(১২) "জেলা কমিটি" অর্থ সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গঠিত কমিটি;

(১৩) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(১৪) "তেজস্ক্রিয় খনিজ" অর্থ পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২১ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত তেজস্ক্রিয় খনিজ;

(১৫) "পরিচালক" অর্থ ব্যুরো এর পরিচালক;

(১৬) "বালু মিশ্রিত পাথর" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (ই) তে বর্ণিত দ্রব্য যাহাতে ৫০% এর অধিক পাথর রহিয়াছে;

(১৭) "ব্যক্তি" অর্থে ব্যক্তি, কোম্পানী, ফার্ম বা সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) "ব্যুরো" অর্থ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো;

(১৯) "ভূমি" অর্থ আইনের ধারা ২ (ঙ) তে সংজ্ঞায়িত ভূমি;

(২০) "ভূগর্ভস্থ খনিপদ্ধতি" অর্থ ভূপৃষ্ঠের নীচে খনি হইতে খনিজ ও শিলা উত্তোলন যাহা র‍্যাম্প, শ্যাফট, বোরহোল এর সাহায্যে খনিজ সংগ্রহ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল কার্যাদি, যন্ত্রপাতি, ট্রামওয়ে, রোপওয়ে এবং সাইডিংকেও অন্তর্ভুক্ত করে;

(২১) "লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ ব্যুরো;

(২২) "লাইসেন্স গ্রহীতা" অর্থ একজন ব্যক্তি বা পক্ষ যাহার অনুকূলে এই বিধিমালার অধীন অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(২৩) "লাইসেন্স" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স;

(২৪) "সাধারণ পাথর" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (ই) তে বর্ণিত দ্রব্য;

(২৫) "সিলিকা বালু" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (আ) তে বর্ণিত দ্রব্য যাহাতে ৯০% এর অধিক সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) রহিয়াছে;

(২৬) "রয়্যাল্‌টি" অর্থ একাদশতম তফসিলে উল্লিখিত রয়্যাল্‌টি; এবং

(২৭) "হস্তান্তরগ্রহীতা" অর্থ এই বিধিমালার অধীন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহাকে অনুসন্ধান লাইসেন্স বা খনি ইজারা বা কোয়ারী ইজারা হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং প্রতিনিধিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অনুসন্ধান লাইসেন্স বা ইজারার জন্য আবেদন।**—কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা এবং বিধি ৭৮ মোতাবেক সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর ব্যতীত কোয়ারী ইজারার বিধি ৭৮ মোতাবেক যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরমে পরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

৪। **বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক আবেদন।**—বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত (Incorporated) কোন কোম্পানী, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩৭৯ এর অধীন নিবন্ধিত এবং নিগমিত হইয়া থাকিলে অনুসন্ধান লাইসেন্স বা খনি ইজারা বা কোয়ারী ইজারার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

৫। **আবেদনপত্র প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি।**—(১) বিধি ৩ বা ৪ এর অধীন অনুসন্ধান লাইসেন্স বা ইজারার জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর—

(ক) পরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত একজন কর্মকর্তা আবেদনপত্রের উপর উহার প্রাপ্তির তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন এবং আবেদনকারীর নিকট এইরূপ তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন;

(খ) অনুসন্ধান লাইসেন্স এবং খনি ইজারার আবেদন অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে লাইসেন্স বা ইজারা আবেদনের এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য সরেজমিন তদন্ত করিবেন।

(২) কোন লাইসেন্স বা ইজারার জন্য আবেদনকৃত এলাকা বিদ্যমান লাইসেন্স বা ইজারার অন্তর্ভুক্ত থাকিলে বা হইলে পরিচালক উক্ত আবেদন নাকচ করিবে।

(৩) কোন লাইসেন্স বা ইজারার জন্য আবেদনকৃত এলাকা বিদ্যমান লাইসেন্স বা ইজারার মাধ্যমে আংশিকভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, পরিচালক যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনটি নাকচ করিবেন বা উক্ত এলাকার যে অংশ লাইসেন্স বা ইজারার অন্তর্ভুক্ত নয় উক্ত এলাকায় আবেদনকারীর অনুকূলে লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুর করিবেন।

(৪) কোন ভূমি বা এলাকার জন্য একাধিক লাইসেন্স বা ইজারার আবেদন করা হইলে পরিচালক উহা প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুরের জন্য পরিচালক নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক উহা প্রদান করিবেন, যথাঃ—

(ক) আবেদনকারীগণের মধ্যে যদি কেহ কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা এইরূপ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন এজেন্সি বা কোম্পানী হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে;

(খ) দফা (ক) এর বিধান সাপেক্ষে, ইজারার জন্য আবেদনকৃত এলাকায় আবেদনকারীগণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির অনুসন্ধান লাইসেন্স থাকে এবং এইরূপ লাইসেন্সের শর্তাবলী সন্তোষজনকভাবে প্রতিপালিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, বিভিন্ন তারিখে নথিভুক্ত আবেদনসমূহের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে নথিভুক্ত আবেদনকারীকে লাইসেন্স অথবা ইজারা মঞ্জুরীর জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে যদি, আবেদনকারী উক্ত লাইসেন্স বা ইজারা পাইবার জন্য আর্থিকভাবে সক্ষম এবং অন্যরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হয়।

(৫) পরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুর করিতে পারিবে না।

(৬) আবেদনপ্রাপ্তির পর, পরিচালক—

(ক) উক্ত আবেদন নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারীকে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদি দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) আবেদনপত্র ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজাদি যাচাইপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে উহার সুপারিশসহ আবেদনটি আবেদনপ্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে উপ-বিধি (৫) অনুসারে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন বা উক্ত সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক নাকচ করিয়া উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (খ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, সরকার—

(ক) আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনে আবেদনকারী বা পরিচালককে অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্রাদি ৭ (সাত) কার্য দিবস এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মতামত/সুপারিশ ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর বিধান সাপেক্ষে, আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত প্রতিবেদন, এই বিধিমালা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনটি অনুমোদন করিবে অথবা অননুমোদন করিবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্তের অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুর করিতে অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্স বা ইজারা নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিবার জন্য পরিচালক এর নিকট ফেরত পাঠাইবে।

(৮) তিন পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষেত্রে,—

(ক) সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর এর কোয়ারী ইজারার আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত আবেদনপত্রের উপর তারিখ এবং সময় উল্লেখসহ স্বাক্ষর এবং দাপ্তরিক সীল প্রদান করিবে এবং আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীকে উহার প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করিবেন;

(খ) জেলা প্রশাসক দফা (ক) এর অধীন প্রদত্ত আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশসহ ইজারাগ্রহীতা নির্বাচনের জন্য আবেদনসমূহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন;

(গ) দফা (খ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা কমিটি উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন এবং সুপারিশসহ ইজারা মঞ্জুরের জন্য পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) উপ-বিধি (৮) (গ) এর অধীন সুপারিশসহ আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর, পরিচালক আবেদনকারীকে ইজারা অনুমোদনের বিষয় জানাইয়া পত্র জারী করিবেন এবং এইরূপ পত্র জারীর ১৫ (পনের) দিন সময়সীমার মধ্যে তাহাকে কোয়ারী ইজারামূল্য জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন; এবং

(ঙ) আবেদনকারী কর্তৃক কোয়ারী ইজারামূল্য জমা দেওয়ার পর জেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালক কোয়ারী ইজারা মঞ্জুর করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—"পার্বত্য জেলা" অর্থ-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা।

(৯) কোন এলাকায় অনুসন্ধান বা খনি কার্যক্রমের সময় কোন তেজস্ক্রিয় খনিজ পাওয়া গেলে, লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান বা খনি কার্যক্রম বন্ধ রাখিবে এবং অনতিবিলম্বে ব্যুরো ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনকে অবহিত করিবে।

৬। **প্রত্যেক এলাকা এবং খনিজের জন্য পৃথক আবেদন।**—(১) কোন ব্যক্তির দুই বা ততোধিক এলাকার জন্য লাইসেন্স বা ইজারার প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক এলাকার জন্য পৃথক পৃথক আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে, তবে সরকারের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না থাকিলে কোন ব্যক্তি একই খনিজের জন্য ৫ (পাঁচ) টির অধিক আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) যদি একটি এলাকায় একাধিক খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আবেদনকারীকে একই আবেদনপত্রে সকল খনিজের বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) কোন চূড়ান্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পূর্বে লাইসেন্সগ্রহীতা খনি ইজারার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

(৪) লাইসেন্সগ্রহীতা তাহার অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের শর্তাবলী সন্তোষজনকভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, উক্ত লাইসেন্সের অধীন অনুসন্ধানকৃত এলাকার জন্য খনি ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

৭। **অফেরতযোগ্য আবেদন ফি।**—(১) প্রত্যেক আবেদন নিম্নোক্ত অফেরতযোগ্য ফি পরিশোধের ট্রেজারী চালানের মূল কপিসহ দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য প্রথম ১০০ (একশত) হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা;

(খ) বিধি ৭৮ অনুসারে কেবলমাত্র সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর ও বালু মিশ্রিত পাথর ব্যতীত অন্যান্য কোয়ারী ইজারার জন্য প্রথম ৩০ (ত্রিশ) হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা; এবং

(গ) খনি ইজারার জন্য প্রথম ১০০ (একশত) হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকা।

(২) ১০০০ (এক হাজার) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে হিসাব খাত ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১ তে জমা দিতে হইবে।

৮। **আবেদনপত্রের রেজিস্টার।**—(১) পরিচালক লাইসেন্স ও ইজারার আবেদনের তথ্যসমূহ চতুর্থ তফসিলে প্রদর্শিত ফরমে পৃথক পৃথক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) প্রত্যেক রেজিস্টার প্রতি ঘন্টা বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ২০০ (দুইশত) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে পরিদর্শন করা যাইবে।

৯। **সীমানা চিহ্নিতকরণ**।—(১) লাইসেন্স গ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুরের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োগকৃত সার্ভেয়ার দ্বারা লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকার সীমানা চিহ্নিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্সকৃত অথবা ইজারাকৃত এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হইবে—

(ক) প্রত্যেক লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকার কোণে বা কর্নারে বা প্রত্যেক সীমারেখা বা ইহার নিকটবর্তী স্থানে টেকসই পদার্থ দ্বারা প্রস্তুতকৃত খুঁটি স্থাপন করা হইবে যাহা ভূপৃষ্ঠের উপরে অন্যূন্য ১.২৫ মিটার দণ্ডায়মান থাকিবে এবং যাহার ব্যাসার্ধ ২৫ সেন্টিমিটারের কম হইবেনা যাহাতে নিকটবর্তী খুঁটিসমূহ দৃশ্যমান হয়;

(খ) যদি খুঁটি সংগ্রহযোগ্য না হয় তাহা হইলে উহার পরিবর্তে পাথরের কেয়ার্নস বা মাটির মণ্ড ব্যবহার করা যাইবে তবে প্রত্যেকটির উচ্চতা অন্যূন ১.২৫ মিটার এবং ভিত্তিমূলে ব্যাসার্ধ অন্যূন্য ০.৭৫ মিটার হইবে;

(গ) প্রত্যেক খুঁটির প্রত্যেক পার্শ্বের সীমানা লাইনের দিক, কেয়ার্নস বা মন্ডের একটি ট্রেঞ্চ দ্বারা নির্দেশিত হইবে যাহার দৈর্ঘ্য ১.২৫ মিটার হইবে এবং যাহার প্রস্থ ও গভীরতা ৫০ সেঃ মিঃ এর কম হইবে না , যদি ট্রেঞ্চসমূহ সুবিধাজনকভাবে কর্তন করিতে পারা না যায়, সেইক্ষেত্রে আঙ্গুলের পোস্টের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপযুক্ত পদ্ধতিতে সীমানার দিক নির্দেশিত হইবে; এবং

(ঘ) খুঁটি, কেয়ার্নস বা মণ্ডসমূহে পৃথকীকরণ চিহ্ন থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি লাইসেন্সগ্রহীতা বিধি ৫৪ (২) (ক) এর অধীন অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত সীমানা চিহ্নিতকরণের পূর্বে বিষয়টি পরিচালককে অবহিত করিবেন এবং পরিচালক লাইসেন্সগ্রহীতাকে উক্ত এলাকা চিহ্নিত করিতে যেই পদ্ধতি প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেই পদ্ধতিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, পরিচালক কর্তৃক জারীকৃত লিখিত আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে যে, উক্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু কোনক্রমেই ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময়কাল অতিক্রম করিবে না এবং লাইসেন্সগ্রহীতা পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের ফলাফলের বিষয়ে পরিচালকের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) দুই বা ততোধিক লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার মধ্যে সীমানা বিরোধের ক্ষেত্রে ব্যুরোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১০। **লাইসেন্স বা ইজারার অধিকার বাতিল।**—পরিচালক কর্তৃক কোন এলাকার জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স বা ইজারার আবেদন মঞ্জুরের আদেশ প্রদানের তিন মাসের মধ্যে এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স বা ইজারা চুক্তি সম্পাদিত না হইলে আবেদনকারীর অনুরূপ লাইসেন্স বা ইজারার অধিকার খর্ব হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

১১। **সমর্পণের অধিকার।**—এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা তাহার লাইসেন্স বা ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহার লাইসেন্স বা ইজারা সমর্পণ করিতে পারিবেন; তবে কোন সমর্পণ কার্যকর হইবে না যতক্ষণ না পরিচালকের নিকট অনুসন্ধান লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ০২ (দুই) মাসের অগ্রিম নোটিশ, কোয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে ০১ (এক) মাসের অগ্রিম নোটিশ এবং খনি ইজারার ক্ষেত্রে ০৬ (ছয়) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করা হয় এবং লাইসেন্স বা ইজারা বাবদ সকল মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং সকল বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হয়।

১২। **স্বত্ব নিয়োগ বা হস্তান্তর।**—(১) পরিচালকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন লাইসেন্স বা ইজারার স্বত্ব নিয়োগ (assign) বা হস্তান্তর করা যাইবে না; এবং

(২) পরিচালক সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এইরূপ সম্মতি প্রদান করিবেন না।

১৩। **স্বত্ব নিয়োগ পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা তাহার লাইসেন্স বা ইজারার স্বত্ব নিয়োগ (assign) বা হস্তান্তর করিতে আগ্রহী হইলে তিনি লিখিতভাবে পরিচালকের নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্য ও কাগজপত্রাদিসহ আবেদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) অনুসন্ধান লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা বা কোয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা বা খনি ইজারার ক্ষেত্রে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফি ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১ হিসাব খাত নং এ জমা প্রদানপূর্বক ট্রেজারী চালানের মূল কপি;

(খ) হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যক্তি হইলে তাহার নাম, ব্যবসার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা এবং জাতীয়তা; এবং

(গ) হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানী হইলে উহার নাম, এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত ঠিকানা বা হস্তান্তরগ্রহীতা ফার্ম হইলে উহার নাম, এবং ব্যবসার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্তির পর পরিচালক প্রয়োজনে প্রস্তাবিত হস্তান্তর বা স্বত্বাধিকারী নিয়োগ এর বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য চাহিতে পারিবেন এবং আবেদন বিবেচনার জন্য তিনি উহাতে সম্মতি প্রদান করিবেন বা যথাযথ কারণ উল্লেখসহ লিখিতভাবে আবেদন নাকচ করিবেন।

(৩) পরিচালক এইরূপ সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি আবেদনটি সরকারের নিকট অগ্রবর্তী করিবেন এবং সরকার আবেদন বিবেচনা করিবার পর অনুমোদন বা অননুমোদন করিতে পারিবে।

(৪) আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের বিষয়ে পরিচালক এবং সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং পরিচালকের অস্বীকৃতি বা সরকারের অনুমোদন বা অননুমোদনের বিষয়টি এইরূপ অস্বীকৃতি, অনুমোদন বা অননুমোদনের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) সরকার প্রস্তাবিত হস্তান্তর বা স্বত্ব নিয়োগ অনুমোদন করিলে বিধি ১৬ অনুযায়ী অষ্টম তফসিলে উল্লিখিত ফরমে এইরূপ অনুমোদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে, তবে চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে সরকার কর্তৃক উক্ত অনুমোদন বাতিল করা যাইবে।

১৪। **লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকা বন্ধক প্রদান।**—(১) লাইসেন্স বা ইজারাগ্রহীতা এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা ইজারার অধীন তাহাকে প্রদত্ত স্বত্ব (right) বন্ধক রাখিতে চাহিলে উক্ত লাইসেন্স বা ইজারাগ্রহীতা পরিচালকের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহপূর্বক ব্যুরোর নিকট হইতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি-(১) এর অধীন অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিচালক, প্রত্যেক বন্ধকের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং সন্তুষ্ট না হইলে তিনি আবেদনটি নাকচ করিবেন এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যুক্তিসহ তাহার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিচালক এই বিধির অধীন প্রদত্ত অনুমতি প্রদানের তথ্য সংরক্ষণ করিবেন।

১৫। **মঞ্জুর, হস্তান্তর ইত্যাদির প্রকাশনা।**—পরিচালক এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুর , সমর্পণ, বাতিল, মেয়াদ উত্তীর্ণ, হস্তান্তর বা স্বত্বনিয়োগের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব লাইসেন্সগ্রহীতা, ইজারাগ্রহীতা, হস্তান্তরগ্রহীতা বা স্বত্বগ্রহীতা ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট এলাকার বিবরণসহ এইরূপ মঞ্জুর, সমর্পণ বাতিল, মেয়াদ উত্তীর্ণ, হস্তান্তর বা স্বত্বনিয়োগ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

১৬। **লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুর।**—(১) বিধি-৫ এর অধীন কোন আবেদন অনুমোদিত হইলে লাইসেন্স অথবা ইজারা মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিলে বর্ণিত চুক্তিপত্রের আকারে লাইসেন্সে বা ইজারার শর্তাবলী সুনির্দিষ্টকৃত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যুরো প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লাইসেন্স বা ইজারার কোন শর্ত পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স গ্রহীতা ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের অধীন কার্যাবলী সন্তোষজনকভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে, উক্ত লাইসেন্সের অধিভুক্ত এলাকায় ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৩) লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে পরিচালক এবং লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা উভয় পক্ষ হইতে ০২ (দুইজন) করিয়া স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে এবং সীল প্রদান করিতে হইবে।

১৭। **ভূমি গ্রহণ**।—(১) লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুরীর পর লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা, লাইসেন্স বা ইজারাভুক্ত কোন ভূমি গ্রহণের পূর্বে জমি ক্রয় করিবেন বা জমির মালিকের নিকট হইতে উহার বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপ ক্রয় বা অনুমতির দালিলিক প্রমাণ পরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা ভূমি ক্রয়ে বা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ইহার বাহ্যিক ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাবিত ভূমির অধিযাচন ও অধিগ্রহণের জন্য The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর অধীন আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূমির মালিক যাহার অন্যূন ১ (এক) একর ভূমি একসাথে রহিয়াছে, তাহার মালিকানাধীন ভূমি হইতে সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর উত্তোলন করিতে আগ্রহী হইলে বিধি ৫ অনুযায়ী ইজারার জন্য পরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে এই বিধির অধীন অন্যান্য সকল শর্তও প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **ধ্বংস, ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণ**।—(১) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা লাইসেন্স বা ইজারার অধীন কার্যাবলী সম্পাদনকালে ক্ষমতা প্রয়োগের সময় তাহার দ্বারা সৃষ্ট সকল ক্ষয়ক্ষতি বা ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন, যদি উক্তরূপ ক্ষয়ক্ষতি, বা সৃষ্ট ব্যাঘাতজনিত ক্ষতি সংশ্লিষ্ট জমির উপরিভাগ ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত অনুমতির দ্বারা পূরণ না হয় এবং সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক দাবীকৃত সকল ক্ষতিপূরণ প্রদানে সরকার দায়মুক্ত থাকিবে।

(২) পরিবেশের কোন ক্ষতির জন্য লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর অধীন নিরূপিত যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ সরকারের নিকট প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবেন।

১৯। **ভূমির মালিকের প্রতি নোটিশ, ইত্যাদি**।—(১) এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স বা ইজারার অধীন অনুসন্ধান, খনি বা কোয়ারী কার্যক্রম শুরুর পূর্বে, লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উক্ত কার্যক্রম সংরক্ষিত (reserved) বা সুরক্ষিত (protected) বনাঞ্চলের মধ্যে পরিচালনা পরিবার প্রয়োজন হইলে উক্তরূপ কার্যক্রম আরম্ভ করিবার আগ্রহ ব্যক্ত করিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট নোটিশ প্রদান করিবেন এবং যাহার একটি অনুলিপি পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২০। **গাছ বা পাহাড় কাটার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ**।—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা পরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সরকারী ভূমিতে অবস্থিত কোন গাছ বা পাহাড় কাটিতে পারিবেন না।

২১। **কোন সরকারি জায়গায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ।**—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক কোন বিনোদনমূলক স্থানে বা মরদেহ দাফন করা বা পোড়ানোর স্থানে বা কোন গোত্রের ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পবিত্র হিসাবে বিবেচিত স্থানে বা কোন বাড়ীতে বা গ্রামে, কোন জনসাধারণের ব্যবহৃত রাস্তায় বা অন্য কোন স্থান যাহাতে পরিচালক এইরূপ নির্মাণ বা কার্যক্রম পরিচালনা করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এইরূপ স্থানে কোন ভবন নির্মাণ বা কোন প্রকার ভূ-উপরিস্থ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

২২। **কার্যক্রম, ইত্যাদি পরিচালনার সময় দূরত্ব বজায় রাখা।**—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত দূরত্বের মধ্যে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন না, যথাঃ—

টেবিল

হইতে	দূরত্ব		
	খনি ইজারা	অনুসন্ধান লাইসেন্স	কোয়ারী ইজারা
(১) বিমান বন্দর, রেডিও এবং টিভি স্টেশন।	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) মিটার	১০০ (একশত) মিটার	২০০ (দুইশত) মিটার
(২) রেল লাইন, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারের অধিক) শিল্প স্থাপনা, বাঁধ এবং ব্যারেজ।	২০০ (দুইশত) মিটার	১০০ (একশত) মিটার	১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মিটার
(৩) জনপথ, ভবন, বাজার, শিক্ষা স্থাপনা এবং কবরস্থান।	১০০ (একশত) মিটার	৫০ (পঞ্চাশ) মিটার	৫০ (পঞ্চাশ) মিটার
(৪) বৈদ্যুতিক থাম/টাওয়ার, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার পর্যন্ত) গ্যাস লাইন (উচ্চ চাপ)।	৫০ (পঞ্চাশ) মিটার	১৫(পনের) মিটার	২৫ (পঁচিশ) মিটার

২৩। **অন্য লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার অধিকার।**—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা তাহার অধিভুক্ত এলাকার মধ্য দিয়া তদ্‌সংলগ্ন বা সন্নিকটস্থ লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত যাতায়াতের সুবিধাদি প্রদান করিবেন।

২৩। **ওজন মেশিন।**—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা উৎপাদিত খনিজের ওজন ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য যথাযথভাবে নির্মিত এবং কার্যকর ওজন মেশিন বা এতদুদ্দেশ্যে উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন।

২৫। **সংরক্ষিত বা নির্ধারিত বনাঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা।**—(১) এই বিধিমালা অনুসারে সংরক্ষিত (reserved) বা সুরক্ষিত (Protected) বনাঞ্চলে সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বনাঞ্চলে বিস্ফোরক ও অগ্নি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

২৬। **খনিজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও দাবী করিবার ক্ষমতা।**—অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা, যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাব, অবহেলা বা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন না করা বা তদকর্তৃক কোন কার্য সংঘটনের ফলে খনিজ সম্পদের কোন ক্ষতি হইলে পরিচালক, লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতির মাত্রা এবং ক্ষতিপূরণ নিরূপণ করিবেন এবং উক্তরূপে নিরূপিত ক্ষতিপূরণ লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধনীয় হইবে ভূমি রাজস্ব হিসাবে এবং বকেয়া রয়্যালটি হিসাবে পরিশোধ করিবার জন্য বাধ্য থাকিবেন।

২৭। **অগ্র ক্রয়।**—লাইসেন্স বা ইজারা প্রদত্ত ভূমিতে বিদ্যমান খনিজ সম্পদ বা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে এইরূপ খনিজ সম্পদের উপর যুক্তিসঙ্গত বাজার মূল্য প্রদান সাপেক্ষে সরকারের অগ্রক্রয়াধিকার থাকিবে।

২৮। **বার্ষিক ফি।**—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারি বা ইহার পূর্বে হেক্টর প্রতি বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে উক্ত পঞ্জিকা বৎসরের জন্য অফেরতযোগ্য ফি প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বা ইজারা কোন পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারির পর মঞ্জুর করা হইলে, উক্ত বৎসরের ফি এইরূপ মঞ্জুরের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে প্রদেয় হইবে ঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ফি উক্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে প্রত্যেক খেলাপী দিনের জন্য এইরূপ বাৎসরিক ফি'র ৫% হারে জরিমানা উক্ত বৎসরের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে, বা লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুরের তারিখের ২ (দুই) মাস অতিক্রান্তের পর হইতে প্রদান করিতে হইবে এবং যদি ফি এবং জরিমানা ফি ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা হয় তাহা হইলে উক্ত তারিখের পর লাইসেন্স বা ইজারা লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে বাতিল করা যাইবে।

২৯। **বার্ষিক ফি বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ।**—এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা ইজারার আওতাধীন এলাকায় বিধি ৩২ ও ৩৩ অনুযায়ী সমর্পণ, সম্প্রসারণ অথবা পরিবর্তন এর ক্ষেত্রে প্রদেয় ফি বিধি ৭ মোতাবেক হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ হ্রাসকরণ যেই বৎসর এলাকা সমর্পিত হইবে সেই বৎসরে কার্যকর হইবে না।

৩০। **ভাড়া, ইত্যাদি পরিশোধ।**—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত ভূমির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ভূমি রাজস্ব, ভাড়া, কর, উপ-কর এবং পানির মূল্য সরকারকে প্রদান করিবেন।

৩১। **ভুলবশতঃ এলাকা মঞ্জুর।**—অসাবধানতা বা ভুলবশতঃ কোন এলাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুর করা হইলে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা নিঃশর্তভাবে উক্ত এলাকা সমর্পণ করিবেন এবং উক্তরূপ সমর্পণের কারণে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবার বা অন্য কোন দাবী করিবার অধিকারী হইবেন না।

৩২। **ভূমি সমর্পণ করিবার অধিকার।**—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কোন এলাকায় লাইসেন্স বা ইজারার মেয়াদকালে যে কোন সময়ে বা নবায়নের সময়ে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স বা ইজারার সকল এলাকা বা উহার অংশ বিশেষের অধিকার সমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে পরিচালকের নিকট অন্যূন ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) যতদূর সম্ভব যে অংশ সমর্পিত হয় নাই সেই এলাকায় এই বিধিমালা এবং চুক্তিপত্রের প্রয়োগ বহাল থাকিবে;

(খ) সমর্পিত এলাকার ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক, খনন বা অন্যান্য ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যকমের তথ্য ও উপাত্ত পরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে; এবং

(গ) এইরূপ সমর্পণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্রের আনুষঙ্গিক সংশোধনীসমূহ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত শর্তাবলীসহ একটি সম্পূরক চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে।

৩৩। **লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকা সম্প্রসারণ অথবা পরিবর্তন।**—(১) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকা পরিবর্তন বা সম্প্রসারণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় বা, ক্ষেত্রমত, তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত ফরমে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে বিধি ৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ এবং বিধি ৩৪ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্তির পর কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে মূল চুক্তিপত্রের আনুষঙ্গিক সংশোধনী, প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত শর্তাবলীসহ একটি সম্পূরক চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে।

৩৪। **নিরাপত্তা জামানত।**—(১) আবেদনকারী অনুসন্ধান লাইসেন্স বা ইজারার আবেদন অনুমোদনের পর নিম্নবর্ণিত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিবেন, যথা ঃ—

(ক) অনুসন্ধান লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ১০০ (একশত) টাকা হারে, অন্যূন ১,০০,০০০ (এক লাখ) টাকা;

(খ) খনি ইজারার ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে, অন্যূন ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) টাকা;

(গ) কেয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে, অন্যূন ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা।

(২) নিরাপত্তা জামানত লাইসেন্স বা ইজারা পরিচালনাকালীন সময়ে লাইসেন্স বা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক F.D.R (Fixed Deposit) আকারে সংরক্ষিত থাকিবে এবং এফডিআর হইতে প্রাপ্ত সুদ, কোড নং ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১ তে জমা করা হইবে।

(৩) লাইসেন্স বা ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর অথবা লাইসেন্স বা ইজারার সমর্পণের ক্ষেত্রে, সমর্পণের পর লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদানের জন্য পরিচালকের নিকট আবেদন করিবেন।

(৪) পরিচালক, লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা বিধি ৫৪ তে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন কিনা তা নিশ্চিত হইয়া অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা বিধি ৫৪ তে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করিয়াছে কিনা উহা পরীক্ষাক্রমে। এবং

(৫) সমর্পণের ক্ষেত্রে, F.D.R (Fixed Deposit) এর সার্ভিস চার্জ নিরাপত্তা জামানত হইতে কর্তন করিতে হইবে।

(৬) ইজারার জন্য আবেদনকৃত কোন এলাকায় আবেদনকারীর লাইসেন্স থাকিলে, লাইসেন্সের নিরাপত্তা জামানত ইজারার জন্যে প্রদেয় নিরাপত্তা জামানতের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে।

(৭) এই বিধির অধীন প্রদত্ত নিরাপত্তা জামানত লাইসেন্স বা ইজারার মেয়াদ শেষ বা সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফেরতযোগ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যুরো লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা জামানতের বিপরীতে প্রদত্ত অর্থ হইতে সরকারের পাওনা সমন্বয় করিতে পারিবে।

৩৫। **স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মসময় ইত্যাদি।**—অনুসন্ধানসহ খনি কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মঘণ্টা, ছুটি এবং ছুটির দিন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে খনি আইন, ১৯২৩ (১৯২৩ সনের ৪ নং আইন) এর অধ্যায় ৫ এবং ৬ এর বিধানসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৩৬। **বিস্ফোরক ব্যবহার**—(১) বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ (১৮৮৪ এর ৪ নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত বিধির অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা ইজারার অধীন অনুসন্ধানসহ খনি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকায় কোন বিস্ফোরক আমদানী, তৈরি, জমা বা ব্যবহার করিবেন না।

(৩) বিস্ফোরণের পূর্বে খনি বা লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকায় কর্মরত বা উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে নিরাপদ দূরত্বে সরাইয়া রাখিতে হইবে এবং সকল ব্যক্তি বা প্রাণীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ব্যতিরেকে কোন বিস্ফোরক বিস্ফোরণ করা যাইবে না।

(৪) বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণকৃত এলাকায় অন্যূন ৩০ মিনিট সকল কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ রাখিতে হইবে।

(৫) বিস্ফোরক ব্যবহার বা বিস্ফোরণের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইবে এবং কোন প্রকার বিলম্ব না করিয়া অব্যবহৃত বিস্ফোরক অপসারণ করিতে হইবে এবং উহা ম্যাগাজিনে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) বিস্ফোরক বিস্ফোরণের পর পুনরায় কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে ইহা নিশ্চিন্ত করিতে হইবে যে, বিস্ফোরিত এলাকায় কোন বিস্ফোরক বা কোন বিপদজনক গ্যাস বা পদার্থ নাই। এবং

(৭) বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া বিস্ফোরণ ঘটানো হইলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং আগুন সম্পূর্ণরূপে নিভানোর পূর্বে কোন ব্যক্তিকে এলাকায় প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না।

৩৭। **অনুসন্ধান বা খনির আবাসিক ব্যবস্থাপক।**—(১) প্রত্যেক লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা, কার্যক্রম পরিচালনা করিবার পূর্বে মঞ্জুরকৃত এলাকার অনুসন্ধান বা খনির আবাসিক ব্যবস্থাপক যাহার তত্ত্বাবধানে এইরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে তাহার নাম, ঠিকানা এবং জীবন বৃত্তান্ত পরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) পরিচালক কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থাপকের নিকট জারীকৃত কোন নোটিশ, লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩৮। **জনগণের প্রয়োজনে এলাকা বহির্ভূতকরণ।**—(১) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার অধিকার থাকা সত্ত্বেও, মঞ্জুরকৃত এলাকা বা এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ভূমি হইতে জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে কোন ভূমিকে উক্ত এলাকা হইতে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বহির্ভূত এলাকা বা এলাকাসমূহ মঞ্জুরকৃত এলাকার $\frac{১}{৪}$(এক চতুর্থাংশ) এর অধিক হইবে না এবং কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ যেইখানে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা যেমন, কুপ খনন, রাস্তা নির্মাণ, পানি এবং অন্যান্য কার্যক্রম, যাহা অনুসন্ধান বা খনি সম্পর্কিত, যাহা পূর্বে শুরু করা হইয়াছে বা অগ্রগতি হইতেছে বা যাহা খনি বা সম্পর্কিত সুবিধাদির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) যেইখানে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ উপ-বিধি (১) এর অধীন বাদ দেওয়া হইয়াছে, সেইখানে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার এইরূপ বাদ দেওয়া ভূমি ফেরত পাইবার অধিকার থাকিবে যখন ইহা যেই সরকারি উদ্দেশ্যে বাদ দেওয়া হইয়াছিল সেই প্রয়োজনীয়তা না থাকে।

৩৯। **পানি বিশুদ্ধকরণ।**—অনুসন্ধান বা খনি কার্যক্রম চলাকালে যদি দূষিত পানির প্রাদুর্ভাব ঘটে বা কোনভাবে পানি দূষিত হয় তাহা হইলে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ইহা বিশুদ্ধ করিবার বা যাহাতে পানি, মৎস্য, চারাগাছ, কৃষি ও পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধিত না হয় সেইজন্য পানি হইতে ক্ষতিকারক উপাদানসমূহ পৃথক করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪০। **বীমা সুবিধা।**—ইজারাগ্রহীতা ভূগর্ভস্থ খনিতে কর্মরত শ্রমিকগণের জীবন রক্ষা এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমা সুবিধাদির নিশ্চয়তা বিধান করিবেন এবং শ্রমিকগণ বীমার সুবিধাদি যাহাতে যুক্তিসঙ্গত সময়ে সহজভাবে প্রাপ্য হন সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪১। **কর্মচারী ও শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ।**—খনিতে কাজ করিবার সময় কোন শ্রমিক বা কর্মচারী আহত হইলে বা অঙ্গহানী বা মৃত্যু ঘটিলে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ (১৯২৩ সনের ৮ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

৪২। **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—পরিবেশগত দূষণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা—

(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধানাবলী এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবেন;

(খ) মঞ্জুরকৃত এলাকায় যথাযথ দূষণ রোধ বা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন যাহাতে কোন প্রকার কঠিন, তরল, বায়বীয় বর্জ্য বা উচ্চ শব্দ পরিবেশকে দূষিত না করে;

(গ) কোয়ারী এবং খনি এলাকায় জমির অবনতি, ক্ষয় প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(ঘ) খনি বা কোয়ারী এলাকার চতুর্দিকে সবুজ বেষ্টনী স্থাপন করিতে উপযোগী প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করিবেন; এবং

(ঙ) খননকৃত এলাকা পরিবেশ সম্মতভাবে পুনরায় ভরাট করিতে হইবে। যদি কোয়ারী বা খনি এলাকা পুনরায় ভরাট করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে খননকৃত এলাকা একটি মৎস্য চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তর করিতে হইবে।

৪৩। **জরুরী অবস্থায় কার্যক্রম, ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।**—যুদ্ধাবস্থায় বা জাতীয় জরুরী অবস্থায়, সরকার লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাহার কার্যক্রম, যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গন এবং অন্যান্য সম্পত্তির তাৎক্ষণিকভাবে দখল গ্রহণ করিতে পারিবে বা কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা এইরূপ কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গন এর ব্যবহার এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার বা উহার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশাবলী পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে কোন ক্ষতি সাধিত হইলে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

৪৪। **মঞ্জুরকৃত এলাকার সীমানা হইতে খননকৃত বোর হোল বা কূপের দূরত্ব।**—পরিচালকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে লাইসেন্সকৃত বা ইজারাকৃত এলাকার বহিঃ সীমানা হইতে ১০ (দশ) মিটারের মধ্যে কোন খনন বা বোর হোল বা কূপ খনন করা যাইবে না।

৪৫। **খনিজ সম্পদ অপসারণ।**—(১) বিধি ৯০ এর বিধান সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতা কোন উৎপাদিত খনিজ সম্পদ পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পরিমাপ ব্যতিরেকে অপসারণ করিবেন না।

(২) সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৪৬। **ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনার গুরুত্ব।**— ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্থাপনাসহ প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিস্তম্ভ অনুসন্ধান বা ইজারা এলাকার বহির্ভূত থাকিবে।

৪৭। **বিরোধ এবং সালিশ।**—এই বিধিমালার অধীন কোন বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সালিশ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১নং আইন) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অনুসন্ধান লাইসেন্স

৪৮। **লাইসেন্স গ্রহীতার অধিকার।**—খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সে বর্ণিত ভূমি, উহার অভ্যন্তরে রক্ষিত নির্দিষ্ট খনিজ বা খনিজ সম্পদ আহরণের, গর্ত করা, খনন করা এবং অনুসন্ধান করার অধিকারী হইবে।

৪৯। **এলাকা।**—(১) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতীত, ৪০০০ হেক্টর এর অধিক কোন এলাকায় লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইবে না।

(২) যে এলাকার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে উহা যতদূর সম্ভব একটি নিবিড় (Compact) এলাকা হইতে হইবে ও উহার সুচিহ্নিত স্থায়ী প্রকৃত সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে হইবে বা সরল রেখা বেষ্টিত হইবে এবং ভূতাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী এলাকার আকৃতি নির্ধারিত হইতে হইবে।

৫০। **লাইসেন্সের রেজিস্টার।**—পরিচালক নবম তফসিলে উল্লিখিত ফরমে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

৫১। **মেয়াদকাল।**—লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার পর হইতে দুই বৎসরের জন্য উহা বলবৎ থাকিবে।

৫২। **নবায়ন**।—(১) বিধি ৫৪ এর অধীন কাজের বাধ্যবাধকতাসহ লাইসেন্সের শর্তাবলীর সন্তোষজনক প্রতিপালনসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মতামত বা সুপারিশ সাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সগ্রহীতাকে অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য লাইসেন্স এককালীন ১২(বার) মাসের অধিক নয় এইরূপ সময়ের জন্য নবায়ন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্যূন ৬০(ষাট) দিন পূর্বে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে নবায়নের জন্য আবেদন পেশ করিবেন এবং অনুসন্ধানের মোট সময়কাল নবায়নের সময় অন্তর্ভুক্তসহ ৪(চার) বৎসর অতিক্রম করিবে না।

(২) লাইসেন্সগ্রহীতা উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নবায়নের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে তদকর্তৃক প্রদেয় বাৎসরিক ফি'র '১/২' (অর্ধেক) ভাগ বিলম্ব ফিসহ লাইসেন্সের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়নের আবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) সরকার ক্ষেত্রবিশেষে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মতামত সাপেক্ষে, ভূতাপেক্ষ নবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে।

৫৩। **ইজারার আবেদনকালে লাইসেন্স গ্রহীতার লাইসেন্স নবায়নের অধিকার**।—লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ইজারার জন্য আবেদন করিলে ইজারার আবেদন মঞ্জুর বা নাকচ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাহার লাইসেন্স নবায়নের অধিকার থাকিবে।

৫৪। **কাজের বাধ্যবাধকতা**।— (১) লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্স মঞ্জুরের ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে লাইসেন্সের আওতাধীন এলাকায় অনুসন্ধান পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সগ্রহীতা কোন কার্যক্রম আরম্ভ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অনুসন্ধান পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু অর্ন্তভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) অনুন্ধান এলাকার অবস্থান এবং বর্ণনা, অনুসন্ধানের লক্ষ্যমাত্রা, অনুসন্ধান তরান্বিত করণ, যদি থাকে;

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদিসহ অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমূহ;

(গ) নিয়োগযোগ্য কারিগরি (Technical) জনবলের জীবন বৃত্তান্তসহ বর্ণনা;

(ঘ) রাস্তা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং শ্রমিকদের জন্য নির্মিতব্য আবাসিক ব্যবস্থার বৃত্তান্ত; এবং

(ঙ) প্রয়োজনীয় মানচিত্র, নকশা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদিসহ পরিকল্পনার সম্ভাব্য ব্যয়।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরিচালক প্রয়োজন মনে করিলে আবেদনকারীকে অতিরিক্ত তথ্যাদি দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনা বিবেচনাক্রমে উহা অনুমোদন করিবেন বা বাতিল করিবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে যুক্তিসহ, যদি থাকে, তাহার সিদ্ধান্ত অবহিত করিবেন।

(৪) আবেদনকারী উপ-বিধি (৩) এর অধীন পরিকল্পনা বাতিলের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট এইরূপ বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং সরকার আপীল প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক উহা আবেদনকারী এবং পরিচালককে অবহিত করিবে এবং আপীলে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) লাইসেন্সগ্রহীতা মঞ্জুরীকৃত ভূমিতে বা উহার সংলগ্ন ভূমিতে লাইসেন্সে উল্লেখ নাই এইরূপ অন্য কোন খনিজ পদার্থ বা খনিজ পদার্থসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম কোন অপ্রয়োজনীয় বা যৌক্তিকভাবে পরিহারযোগ্য বাঁধা বা অন্তরায় না ঘটাইয়া লাইসেন্সে বর্ণিত স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং সকল সময়ে পরিচালক বা তাহার প্রতিনিধি বা অন্য কোন খনিজ পদার্থের ইজারা গ্রহীতাগণ তাহার ভূমি সংলগ্ন অন্য কোন ভূমিতে প্রবেশের যৌক্তিক অধিকার ও যাতায়াতের সুযোগ এবং খনিজ পদার্থসমূহ সংগ্রহ করা, কার্যক্রম করা, উন্নয়ন এবং তাহা পরিবহণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার ভূমির উপর দিয়া যাতায়াতের সুযোগ দিবেন।

(৬) লাইসেন্সগ্রহীতা পরিচালকের নিকট তদকর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধান কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি তিনমাস পর পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন পরিচালক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট একটি ফরমে বিন্যস্ত থাকিবে এবং যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক খননের গর্ত বা পীটে পৌঁছানো গভীরতার তথ্য; এবং

(খ) পরিচালকের চাহিদা অনুযায়ী ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, মণিক সম্পর্কিত, ভূ-রসায়নিক এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি।

(৭) প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার অব্যবহিত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বৎসরে পরিচালিত অনুসন্ধান সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের অবস্থান প্রদর্শনকারী নকশাসহ একটি প্রতিবেদন পরিচালক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট একটি ফরমে লাইসেন্সগ্রহীতা পরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৮) লাইসেন্সগ্রহীতা মঞ্জুরকৃত এলাকা সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, খনন নকশা, মানচিত্র, লগ এবং রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবেন এবং ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, খনন কার্যক্রম এবং অন্যান্য ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের পর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পরিচালকের নিকট সরবরাহ করিবেন।

(৯) বিধি ৮৯ অনুযায়ী, পরিচালক উক্ত তথ্যাদি বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং যে কোন সরকারি বিভাগ বা এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করিতে পারিবে, যদি উক্ত অধিদপ্তরের বা সরকার বা বিভাগ বা এজেন্সীর নিকট উহা প্রয়োজনীয় হয়।

৫৫। **এলাকায় প্রবেশের অধিকার এবং পরিদর্শন**।—(১) পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে লাইসেন্সকৃত এলাকায় বা উক্ত এলাকার যে কোন দালান বা অন্য যে কোন প্রাঙ্গনে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বোর হোল, কূপ এবং পরিচালিত অন্যান্য ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম পরীক্ষা করা;

(খ) লাইসেন্সগ্রহীতার সংরক্ষিত বা তৈরি করা লগ, রেকর্ড, নকশা এবং ম্যাপ পরিদর্শন এবং উহাদের সঠিকতা যাচাই করা;

(গ) লাইসেন্সগ্রহীতার সংরক্ষিত বা প্রস্তুতকৃত যে কোন লগ, রেকর্ড, নকশা, মানচিত্র বা হিসাব পরিদর্শন এবং সার-সংক্ষেপ বা অনুলিপি সংগ্রহ করা;

(ঘ) অনুসন্ধান হইতে প্রাপ্ত ভূ-গর্ভস্থ শিলাস্তর, অনুসন্ধানকৃত খনিজ নমুনা বা বৈশিষ্ট্যসম্বলিত পানি বা অন্য যে কোন খনিজ, যাহা লাইসেন্সগ্রহীতার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তাহা পরিদর্শন করা; এবং

(ঙ) পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে সম্পাদন করা প্রয়োজনীয় যে কোন কার্যক্রম।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি লাইসেন্স মঞ্জুরকৃত এলাকায় আহত বা নিহত হইলে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত কারণে বকেয়া দায় নির্ধারিত করা যাইতে পারে বা যদি সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিধি ৪৭ মোতাবেক সালিশীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা যাইতে পারে।

৫৬। **বোর হল, ইত্যাদি বন্ধ (Plug) করা**।—লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর কোন লাইসেন্সকৃত এলাকায় লাইসেন্সগ্রহীতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুর করা হইলে তিনি লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ বা পরিত্যক্ত হওয়ার মধ্যে যেইটি আগে সংঘটিত হইবে উহার পর হইতে দুই মাসের মধ্যে পরিচালকের চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদভাবে গর্ত (বোর) বন্ধ এবং যে কোন গর্ত বা খননকৃত স্থান পূরণ করিবেন বা বেষ্টনী দিবেন এবং পরিচালক প্রত্যেক বোর হোলের প্রস্তুতকৃত ভূতাত্ত্বিক লগ এবং অন্যূন প্রত্যেক বোরের একটি বিভাজিত নমুনা বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের স্তরতত্ত্ব লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য সরবরাহ করিবেন।

৫৭। **লাইসেন্স গ্রহীতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুর**।—কোন লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর বা পূর্বে যে খনিজের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছিল উক্ত খনিজের ইজারা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে লাইসেন্সকৃত একালায় সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ ব্যতীত বিধি ৬১ তে নির্দিষ্ট এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ খনি ইজারা

৫৮। **আবেদন**।—(১) কোন খনি ইজারার আবেদনের ক্ষেত্রে, বিধি-৩ এ বর্ণিত দলিলপত্র ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) খনিজসম্পদ আহরণ এবং পরিচালনার জন্য কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ খনি খনন পরিকল্পনা;

(খ) খনি খনন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(১) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক খনি বাস্তবায়নকালে নির্বাহিতব্য ব্যয়ের বিবরণ;

(২) এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক বিবরণসহ খনিজের মজুদ প্রদর্শনপূর্বক ১(এক) সেন্টিমিটারঃ ১ (এক) কিলোমিটার স্কেলের মানচিত্র;

(৩) অবস্থান, প্রধান মজুদসমূহের বিবরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ভূতাত্ত্বিক কাঠামো বা বেসিনের আকার প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র;

(৪) সমীক্ষা্ প্রতিবেদনেরভিত্তিতে প্রমাণিত বা সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ;

(৫) ন্যূনতম উৎপাদন হার;

(৬) ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ খনন পদ্ধতি;

(৭) খনি খননের বিভিন্ন স্তরে কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের বিবরণ;

(৮) রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ স্থাপনা যেমন গুদাম এবং ল্যাম্প রুম, ওয়ার্কশপ, খনিজ উপযোগীকরণ প্ল্যান্ট, অফিস, আবাসন ও বিনোদন স্থান ইত্যাদির অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; এবং

(৯) খনি খনন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য ব্যয়।

(গ) এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় রয়্যালটি, বাৎসরিক ফি ও অন্যান্য বকেয়া প্রদান নিশ্চিত করিবার জন্য দফা (খ) এর অধীন দাখিলকৃত খনি খনন পরিকল্পনায় উল্লিখিত সম্ভাব্য ব্যয়ের ৩% ব্যাংক গ্যারান্টি; এবং

(ঘ) পরিবেশ ছাড়পত্র (ইসিসি)।

(২) পরিচালক খনি খনন পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য আরও অধিকতর তথ্য চাহিতে পারিবেন এবং যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপে সংশোধনক্রমে খনন পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) পরিচালকের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত ইজারাগ্রহীতার অনুমোদিত খনি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৪) খনি খনন পরিকল্পনা বিধিমালার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে পরিচালক উহা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন খনি খনন পরিকল্পনা বাতিল করা হইলে আবেদনকারী উক্ত বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে সংশোধিত খনন পরিকল্পনা জমা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) ইজারাগ্রহীতা খনি এলাকায় অনুমোদিত খনি খনন পরিকল্পনার একটি কপি সংরক্ষণ করিবেন।

(৭) ইজারা মঞ্জুর করিবার পর উপ-বিধি (১) এর অধীন অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করিবার পরও আবেদনকারী চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫৯। **কারিগরী জনবল নিয়োগ**।—(১) কোন খনি ইজারার মাসিক গড় উৎপাদন ৪০০(চার শত) টনের অধিক এবং মাসিক গড় বিক্রয় ১.৫০,০০০(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক হইলে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক খনি প্রকৌশলে ডিগ্রীধারী বা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূতত্ত্বে ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর ডিগ্রীধারী কোন কারিগরী ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতীত কোন প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(২) কারিগরী বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ও তাহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা খনি খনন পরিকল্পনা অনুমোদনকালে নিরূপণ করিতে হইবে।

৬০। **খনি ইজারার রেজিস্টার**।—পরিচালক দশম তফসিলে উল্লিখিত ফরম অনুযায়ী খনি ইজারা মঞ্জুরের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

৬১। **এলাকা**।—সরকার কর্তৃক বিশেষ ক্ষেত্রে অব্যাহতি ব্যতিরেকে উন্মুক্ত খনি পদ্ধতির ক্ষেত্রে ৮০০ (আটশত) হেক্টর এবং ভূ-গর্ভস্থ খনির ক্ষেত্রে ৬০০ (ছয় শত) হেক্টরের অধিক এলাকায় ইজারা মঞ্জুর করা যাইবে না।

৬২। **এলাকার আকৃতি**।—(১) ইজারা অনুমোদিত প্রত্যেক এলাকা যথা সম্ভব একত্রিত হইতে হইবে এবং ইহার সীমা সুচিহ্নিত স্থায়ী প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত বা সরলরেখা সীমাবদ্ধ হইতে হইবে এবং এলাকার আকৃতি ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(২) ইজারা অনুমোদিত সীমা উল্লম্বভাবে নিম্নমুখী হইয়া ভূমির নীচে কেন্দ্রের দিকে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে।

৬৩। **অন্য এলাকায় অনধিকার প্রবেশ**।—ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূ-গর্ভে কাজ করিবার সময় ইজারা গ্রহীতা—

(ক) তাহার ইজারা বহির্ভূত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিলে কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হইলে এইরূপ কার্যক্রম স্থগিত বা বন্ধ করিতে পারিবে এবং ইজারা গ্রহীতা বিধি ৮৭ (১) (চ) অনুসারে জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(খ) অনুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত বিধান দুই এর অধিক বার লংঘন করিলে তাহার ইজারা বাতিল করা যাইবে।

৬৪। **মেয়াদ**।—উন্মুক্ত খনি পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইজারার প্রারম্ভিক মেয়াদকাল ১০ (দশ) বৎসর এবং ভূ-গর্ভস্থ খনির ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) বৎসরের অধিক হইবে না।

৬৫। **নবায়ন**।—(১) ইজারা গ্রহীতার পূর্ববর্তী কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্যূন ২ (দুই) মাস পূর্বে আবেদন অনুযায়ী পরিচালক, সম্পূর্ণ বা আংশিক এলাকায় ৫ (পাঁচ) বৎসর করিয়া দুই মেয়াদে ইজারা নবায়ন করিতে পারিবেন।

(২) পরিচালক ইজারা গ্রহীতা উপ-বিধি (১) এর অধীন নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে নবায়নের আবেদন করিলে সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, নবায়ন মঞ্জুর করিতে পারিবেন, তবে এইরূপভাবে কতবার নবায়ন করা যাইবে তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

৬৬। **রয়্যালটি পরিশোধ**।—(১) ইজারা গ্রহীতা একাদশ তফসিলে বর্ণিত হার অনুযায়ী ত্রৈ-মাসিক উৎপাদন রিটার্নের ভিত্তিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ৩০ এপ্রিল, ৩১ শে জুলাই, ৩১ শে অক্টোবর এবং ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে রয়ালটি পরিশোধ করিবেন এবং উক্ত ট্রেজারী চালানের একটি মূল কপি দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত তারিখে বা ইহার পূর্বে রয়্যালটি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রথম ৩০ (ত্রিশ) দিন মার্জনা কাল হিসাবে গণ্য করা হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তারিখের ৩০ তম দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বকেয়া রয়্যালটি পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্ত বকেয়া রয়্যালটির ১০% হারে জরিমানা ধার্য করা হইবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী ধার্যকৃত জরিমানাসহ রয়্যালটি, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে, ইজারা গ্রহীতা দফা (খ) অনুযায়ী ধার্যকৃত জরিমানার অতিরিক্ত, বকেয়া রয়্যালটির আরও ১০% প্রদানে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঘ) দফা (গ) মোতাবেক জরিমানাসহ রয়্যালটি, উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত তারিখের ১৮০ তম দিনের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বিধি ৮৪ অনুযায়ী ইজারা বাতিলযোগ্য হইবে।

(৩) ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক প্রদর্শিত খনিজের খনিমুখ মূল্য পরিচালকের নিকট সঠিক নয় বলিয়া প্রতিয়মান হইলে পরিচালক বা তদকর্তৃক মনোনীত ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া উক্ত উত্তোলনকৃত, বিক্রয়কৃত, স্থানান্তরকৃত বা রপ্তানীকৃত খনিজের খনি মুখে মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডির সহিত পরামর্শক্রমে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১১তম তফসিলে বর্ণিত রয়্যালটির হার সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৬৭। **হিসাব সংরক্ষণ ও পরিদর্শন।**—(১) ইজারা গ্রহীতা খনি এলাকায় উত্তোলিত, স্থানান্তরকৃত, রপ্তানীকৃত এবং পরীক্ষা ও উন্নয়নের জন্য অপসারণকৃত খনিজের পরিমাণ ও বিবরণ, নিয়োগকৃত জনবলের সংখ্যা এবং পূর্ণাঙ্গ খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বলিত সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং পরিচালকের পক্ষে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাকে এইরূপ হিসাব এবং পরিকল্পনা যাচাই করিবার সুযোগ দিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) মোতাবেক ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত হিসাব ও বিবরণ পরিচালকের মতে সঠিক নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে পরিচালক বিক্রয়কৃত, স্থানান্তরকৃত বা রপ্তানীকৃত উৎপাদন সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) ইজারা গ্রহীতা পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উৎপাদন, বিক্রয়, উত্তোলন ও রপ্তানী বিবরণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৪) ইজারা গ্রহীতা খনি বাস্তবায়নকালে নির্বাহিত ব্যয় প্রতি অর্থ বৎসরে একটি নিবন্ধিত ফার্ম বা চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে নিরীক্ষা করতঃ প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করিবেন।

৬৮। **উৎপাদন রিটার্ন দাখিল।**—খনি কার্যক্রম শুরুর পর প্রতি পঞ্জিকা মাসের প্রথম ৭(সাত) দিনের মধ্যে ইজারা গ্রহীতা পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে পূর্ববর্তী মাসের উৎপাদন প্রদর্শনপূর্বক একটি উৎপাদন রিটার্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

৬৯। **পরিকল্পনা।**—(১) ইজারা গ্রহীতা অনুমোদিত সার্ভেয়ার বা পরামর্শক দ্বারা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং পরিকল্পনাটি—

(ক) খনির নাম, খনি ইজারার সংখ্যা এবং ইজারা গ্রহীতার নাম সম্বলিত হইবে;

(খ) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ স্কেল প্রদর্শন করিবে;

(গ) টেকসই ও স্বচ্ছ কাগজে সঠিকভাবে অঙ্কিত হইবে;

(ঘ) ১ সেন্টিমিটার ঃ ১০ মিটার স্কেলে হইবে; এবং

(ঙ) ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সার্ভেয়ার বা পরামর্শকের নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা সম্বলিত হইবে।

(২) ইজারা গ্রহীতা তাহার ইজারাকৃত এলাকায় প্রত্যেক খনির কর্ম পরিকল্পনা সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) সর্বশেষ জরিপের সময় কার্যক্রমের অবস্থান কার্যক্রম (Workings) বরাবর ডটেড রেখা দ্বারা প্রদর্শিত হইতে হইবে এবং এইরূপ ডটেড রেখা সর্বশেষ জরিপের তারিখ দ্বারা চিহ্নিত থাকিবে।

(৪) সকল খনিকূপ এবং খনিমুখ যে স্থান হইতে খনিজ খনন করা হইবে, সম্ভব হইলে জমাকৃত খনিজের সীমা এবং ২০০ (দুই শত) মিটারের মধ্যে অবস্থিত সকল স্থাপনা যথা, রেলওয়ে, রাস্তা, নদী, খাল, জলাশয়, দালান, জলাধার ইহা ছাড়া শিলাস্তরের ঢাল, প্রতিটি খনিকূপের গভীরতা, সীম বা ভেইন বা ডাইকের পরিচ্ছেদ এবং দিক ও পরিমাণসহ সকল চ্যুতি এবং ডাইক ও বিচ্যুত শিলার অবস্থানের বর্ণনা পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক সীম, বা ভেইন বা ডাইক বা বিচ্যুত শিলার জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা থাকিতে হইবে এবং সীম, বা ভেইন বা ডাইক বা বিচ্যুত শিলার জন্য পৃথক ভাগ থাকিবে এবং পরিকল্পনার যে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা পরিকল্পনার সংশোধিত অংশ পরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৬) ইজারা গ্রহীতা উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত সকল ভূ-উপরিস্থ স্থাপনা এবং ইহা ছাড়া খনি বা খনির কোন অংশের ২০০ (দুই শত) মিটারের মধ্যে অবস্থিত সকল দালান ও কাঠামো প্রদর্শন করিয়া একটি পৃথক নকশা সংরক্ষণ করিবেন।

(৭) (ক) ইজারা গ্রহীতা খনিতে বায়ু সঞ্চালন পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া এইরূপ স্বতন্ত্র পরিকল্পনা এবং নির্দিষ্টভাবে সাধারণ বায়ু প্রবাহের সাধারণ দিক পরিবাহী পয়েন্টসমূহ যেখানে বাতাসের পরিমাণ মাপা হয় এবং বাতাস নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণের প্রধান উপকরণসমূহ সংরক্ষণ করিবেন এবং ব্যবহার্য বাতাসের প্রবেশ পথ নীল এবং নির্গমন পথ লাল রঙের হইবে।

(খ) ভূ-গর্ভস্থ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ও টেলিফোনসমূহের অবস্থান পরিকল্পনায় উল্লেখ করিতে হইবে; এবং

(গ) পরিচালকের নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সংকেত সমূহ পরিকল্পনায় ব্যবহার করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালায় উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ কোন বিষয় যদি খনি খনন কাজে সংশ্লিষ্ট হয় উহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(৮) এই বিধির অধীন প্রণীত পরিকল্পনা খনি কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে সঠিক অবস্থান প্রদর্শনের লক্ষ্যে উহা প্রতি ১২০ (একশত বিশ) দিন পর পর করিতে হইবে এবং এইরূপ পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন খনিমুখ বা কয়লা সীম বা ভেইন পরিত্যক্ত হয় বা কার্যক্রম বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে উক্তরূপ পরিত্যক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিবার পূর্বে পকিল্পনা হালনাগাদ করিতে হইবে এবং ইজারা গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন ঘটনার দ্বারা উক্তরূপ পরিত্যক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইবার কারণে পরিকল্পনা হালনাগাদ না করা হইলে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৯) ইজারা গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময়ে তাহার দপ্তরে উক্তরূপ পরিকল্পনার কপি সরবরাহ করিবেন এবং এইরূপ অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই ধরণের ভাগ (sections) এর উপর চিহ্নসহ খনি কার্যক্রমের অবস্থা সরবরাহ করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা পরিকল্পনা ও ভাগ এর পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং দাপ্তরিক উদ্দেশ্যে কপি সংগ্রহ করিবেন।

(১০) যদি ইজারা গ্রহীতা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ইজারা এলাকা পরিত্যাগ করেন বা খনি কার্যক্রম ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখেন তাহা হইলে উক্ত পরিত্যাগ বা ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) দিন অতিক্রম করিলে তাহার ইজারা বাতিল হইবে।

(১১) ইজারা গ্রহীতা ইজারা এলাকা হস্তান্তর বা স্বত্ব হস্তান্তর বা পরিত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি এইরূপ পরিত্যাগ বা বিচ্ছিন্ন করিবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং এই বিধির অধীন প্রস্তুতকৃত এবং রক্ষণাবেক্ষণকৃত সর্বশেষ পরিকল্পনা উক্ত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১২) যদি ইজারা গ্রহীতা উপ-বিধি (১১) এর বিধান অনুসরণ না করেন তাহা হইলে তিনি বিধি ৮৭(১) (ঝ) এর অধীন জরিমানা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৩) উপ-বিধি (১০) এ উল্লিখিত ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) দিন উত্তীর্ণ হইবার পর বা উপ-বিধি (১১) এর অধীন পরিকল্পনাসহ নোটিশ গ্রহণের পর ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন আগ্রহী ব্যক্তিকে উক্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য বা পরিকল্পনার একটি কপি লইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭০। **খনি শক্তিশালীকরণ এবং সহায়তা প্রদান।**—পরিচালক, রেলপথ, রিজার্ভার বা অন্য যে কোন গণপূর্ত বা কোন ভবন সুরক্ষাকল্পে খনির যে কোন অংশ শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান প্রয়োজনীয় মনে করিলে ইজারা গ্রহীতা তাহার সন্তুষ্টি মোতাবেক উক্তরূপ শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

৭১। **কাজের বাধ্যবাধকতা।**—(১) বিধি ৯ এর অধীন ইজারাকৃত এলাকার সীমানা চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত ইজারা গ্রহীতা খনি বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন না।

(২) ইজারা গ্রহীতা মঞ্জুরীকৃত ভূমিতে বা তাহার সংলগ্ন ভূমিতে ইজারায় বর্ণিত নাই এইরূপ কোন খনিজ পদার্থ বা খনিজ পদার্থসমূহের উন্নয়ন কাজে কোন অপ্রয়োজনীয় বা যৌক্তিকভাবে পরিহারযোগ্য বাধা বা অন্তরায় না ঘটাইয়া ইজারাতে বর্ণিত স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং সকল সময়ে পরিচালক বা তাহার প্রতিনিধি বা অন্য কোন খনিজ পদার্থের ইজারা গ্রহীতাদের তাহার ভূমির সংলগ্ন কোন ভূমিতে প্রবেশের যৌক্তিক অধিকার এবং যাতায়াতের সুযোগ এবং খনিজ পদার্থ সমূহ সংগ্রহ করা, কাজ করা, উন্নয়ন এবং তাহা পরিবহন করার উদ্দেশ্যে তাহার ভূমির উপর দিয়া যাতায়াতের সুযোগ দিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন প্রদত্ত ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে সমাপ্ত বা কার্যক্রম পরিত্যক্ত হইলে, যেটি প্রথম ঘটিবে, ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্মিত বা আনীত সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদ বা কার্যক্রম এবং ইজারা এলাকায় অবস্থিত সবকিছু তাহার নিজ খরচে অপসারণ করিবেন।

(৪) পরিচালক কর্তৃক প্লাগ করা বা ভরাট করিবার আদেশ প্রদান করা না হইলে ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ বা অবসান হইবার বা কার্যক্রম পরিত্যক্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিচালকের অনুমতি সাপেক্ষে, পূর্বে ইজারাদার কর্তৃক পরিত্যক্ত ব্যতীত, সকল সচল বোর হোল ও গর্তসমূহ ভাল ও পরবর্তী কাজের উপযোগী অবস্থায় পরিচালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(৫) ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ বা কার্যক্রম পরিত্যক্ত হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিচালকের চাহিদা মোতাবেক ইজারা গ্রহীতা নিজ খরচে নিরাপদভাবে সকল বোর হোল প্লাগ, খননকৃত গর্ত পূরণ বা গর্ত এবং শূন্যস্থানগুলিকে বেষ্টনী দিয়া ঘেরাও করিয়া দিবেন এবং একই সময়ের মধ্যে ইজারাকৃত এলাকার বর্জ্য ও আবর্জনা অপসারণ করিতে হইবে যাহাতে এলাকাটি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

(৬) ইজারা গ্রহীতা সকল গর্ত, বোর হোল ও কূপের খনন, প্লাগিং, ভরাট করা বা পরিত্যক্ত কূপ এবং কেসিং এর পরিবর্তন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করিবেন এবং পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে নিম্নবর্ণিত তথ্য সহকারে সকল বোর হোল ও কূপসমূহের লগ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন, যথাঃ—

(ক) ভূ-গর্ভস্থ স্তর এবং অধস্তর যাহার মধ্য দিয়া গর্ত বা কূপ খনন করা হইয়াছে;

(খ) বোর হোল বা কূপের প্রবেশ করানো কেসিং এবং কেসিং এর যে কোন পরিবর্তন;

(গ) যে কোন প্রেট্রোলিয়াম, পানি সম্পৃক্ত খনিজ বা খনিজ কাজে বাধা প্রদানকারী; এবং

(ঘ) পরিচালকের প্রয়োজনে উক্ত রেকর্ড এবং লগের কপি পরিচালকের নিকট প্রদান করিতে হইবে যাহার ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন এবং ভূ-তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ডাটা পর্যবেক্ষণে প্রয়োজন হইতে পারে।

(৭) ইজার গ্রহীতা সামগ্রিকভাবে রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত বৈশিষ্ট্যসহ সঠিকভাবে লেবেল আঁটিয়া বিভিন্ন ভূ-স্তরের সংগৃহীত নমুনা সংরক্ষণ করিবেন এবং কোন গর্ত, বোর হোল বা কূপমুখে বাধা প্রদানকারী পানির নমুনা এবং মঞ্জুরকৃত এলাকায় প্রাপ্ত খনিজ পদার্থ ইত্যাদির নমুনা যথাযথ সময়ের মধ্যে পরিচালক বা তাহার অনুমতিপ্রাপ্ত কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তার নিকট পাঠাইতে হইবে যাহার পরিমাণ নমুনার ১/২ (অর্ধেক) এর বেশী হইবে না।

(৮) ইজারাগ্রহীতা প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরের এক চতুর্থাংশ সময় উত্তীর্ণ হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিচালক কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত ফরমে পরিচালিত খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং প্রতিবেদনে নিম্নরূপ বিষয় উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ—

(ক) প্রতিটি খননের বা গর্তের গভীরতার বর্ণনা; এবং

(খ) যেইসকল এলাকায় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক কার্যক্রম চলিতেছে তাহার বর্ণনা।

(৯) ইজারাগ্রহীতা অনুমোদিত এলাকার সহিত সংশ্লিষ্ট ম্যাপ, রেকর্ড, সঠিক ভূ-তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিকল্পনা ইত্যাদি পরিচালক বরাবর পাঠাইবেন এবং পরিচালকের চাহিদাক্রমে খনন কাজের অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(১০) পরিচালক বিধি ৮৯ মোতাবেক উপ-বিধি (৯) এ প্রস্তুতকৃত তথ্য প্রয়োজনে যে কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে তাহাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরবরাহ করিবেন।

৭২। **পরীক্ষণ পরিমাপ (Checking Measures)**।—(১) পরিচালক খনিজ উৎপাদন ও পরিবহন পরীক্ষণের পরিমাপ নির্ধারণ করিতে পারিবেন যাহাতে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন (installation of barriers) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং পদ্ধতিও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ইজারাগ্রহীতা উপ-বিধি (১) এ নির্দেশিত পদ্ধতি এবং পরিমাপ অনুসরণ করিবেন।

(৩) পরিবহনকারী কর্তৃক ইজারাগ্রহীতার খনিজ বহনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীন বর্ণিত পরিমাপ এবং পদ্ধতি অনুসরণ না করিলে ইজারাগ্রহীতা বিধি ৮৭(১)(ঞ) এর অধীন দায়ী থাকিবেন।

৭৩। **অসংরক্ষিত খনি কার্যক্রম**।—ইজারাগ্রহীতা খনি এলাকায় বা উহার কোন অংশে খনিজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ ঝুঁকিপূর্ণ ও অরক্ষিত কার্যক্রম গ্রহণ করিলে পরিচালক উক্ত কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্তরূপ কার্যক্রমের ফলে উদ্ভূত ত্রুটি দুর করিবার জন্য ইজারাগ্রহীতাকে সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত এই বিধিমালার অধীন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবেনা ঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, ইজারাগ্রহীতা যদি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন করেন তাহা হইলে পরিচালক ইজারাগ্রহীতাকে পুনরায় কার্যক্রম গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করিবেন।

৭৪। **খনিজ পদার্থ ইত্যাদি ভাল অবস্থায় বুঝাইয়া দেওয়া**।—ইজারাগ্রহীতা, ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পর পরিচালক কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষিত সংরক্ষিতসহ বরাদ্দকৃত এলাকা এবং সকল খনি, গর্তসমূহ, সঠিক ও কার্যকর অবস্থায় পরিচালককে বুঝাইয়া দিরেন।

৭৫। **কাঠ সম্পর্কিত বিধান**।—যেসকল ইজারায় সংরক্ষিত বা সুরক্ষিত বনের কোন অংশ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে সেই সকল ইজারার ক্ষেত্রে খনি কার্যক্রম তরান্বিত করিবার স্বার্থে গাছ বিক্রি করিতে পারিবেন কিনা এবং কোন এলাকায় কী পরিমাণ গাছ কাটিতে পারিবেন তাহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ কোয়ারী ইজারা

৭৬। **ইজারাকৃত এলাকা এবং রেজিস্টার**।—(১) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইলে, কোয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে (সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, এবং বালু মিশ্রিত পাথর ব্যতিরেকে ৩০ (ত্রিশ) হেক্টরের বেশী এলাকা ইজারা প্রদান করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন প্রকৃত অবস্থা বিবেচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) হেক্টরের বেশী এলাকা একক কোয়ারী হিসাবে মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) পরিচালক কোয়ারী ইজারার জন্য ত্রয়োদশ তফসিলে বর্ণিত ফরম আকারে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

৭৭। **কোয়ারী ইজারার মেয়াদকাল ও নবায়ন**।—(১) ইজারা মঞ্জুরীর তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ২(দুই) বৎসরের জন্য ইজারা মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) রয়্যালটি প্রদান বা কোয়ারী ইজারা মূল্য এবং অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মতামত/সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এককালীন অনূর্ধ্ব ১(এক) বৎসরের জন্য ইজারা নবায়ন করিতে পারিবেন এবং ইজারাগ্রহীতার নবায়নের আবেদন কোন অধিকার হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৩) ইজারাগ্রহীতা ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্যূন ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নবায়নের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিবেন।

(৪) সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারা নবায়ন করা যাইবেনা।

(৫) ইজারাগ্রহীতা উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নবায়নের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার ইজারা অবসান হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৮। **সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারা প্রদানের দরপত্র আহ্বান ইত্যাদি**।—(১) পরিচালক উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে জেলা কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সিলিকা বালু, সাধরণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারা প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত দরপত্র নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আহ্বান করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) জেলা কমিটি সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারার জন্য বাংলা সন ১লা বৈশাখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করিবে এবং সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীর সুপারিশ করিবে;

(খ) ব্যুরো, জিএসবি এবং জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি দরপত্র আহ্বানের পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে কোয়ারী এলাকা চিহ্নিত বা নির্ণয় করিবে এবং স্থানীয় বাজারদর অনুযায়ী কোয়ারী ইজারার মূল্য নিরূপণ করিবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন মূল্য নিরূপণের পর জেলা কমিটি পৌষ মাসের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করিবে এবং মাঘ মাসের মধ্যে ব্যুরোর নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং ১৫ই ফাগ্গুনের মধ্যে ব্যুরো উহার সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে এবং সরকার ৩০শে ফাগ্গুনের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিবে;

(ঘ) ব্যুরো সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করিবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হইতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যুরো উক্ত দরদাতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীপত্র জারী করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি অবহিত করিবে;

(চ) যদি দরপত্রের সর্বোচ্চ দর দফা ২(খ) অনুযায়ী নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি পুনঃদরপত্র আহ্বান করিবে এবং যদি পুনঃদরপত্রের সর্বোচ্চ দর নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি তৃতীয় বারের মত দরপত্র আহ্বান করিবে এবং যদি তৃতীয় দরপত্রের সর্বোচ্চ দর নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি ব্যুরোর মাধ্যমে বিষয়টি সরকারের নিকট পাঠাইবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(ছ) প্রতি দরদাতা তাহার প্রস্তাবিত দরের ২৫% এর সমপরিমাণ টাকা টেন্ডার ডকুমেন্টের সহিত জেলা কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আকারে আর্নেষ্ট মানি হিসাবে প্রদান করিবেন এবং জেলা কমিটি উপ-বিধি (২)(গ) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে সুপারিশ পেশ করিবে এবং উক্ত তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অকৃতকার্য দরদাতাগণের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ দিবে;

(জ) যদি সকল দরদাতা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মোট ইজারা অর্থ জমা প্রদানে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহার আর্নেষ্ট মানির ব্যুরোর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে; এবং

(ঝ) ইজারা মঞ্জুরের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কোয়ারীর দখল ইজারাগ্রহীতার অনুকূলে হস্তান্তর করা হইবে।

৭৯। **কোয়ারী ইজারীগ্রহীতার অধিকারসমূহ**।—(১) ইজারাগ্রহীতার (সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর এর ইজারাগ্রহীতা ব্যতীত) তাহার কোয়ারী এলাকার চৌহদ্দির মধ্যে কোয়ারীকৃত খনিজ পদার্থসমূহের খনন, ভাঙ্গা, আকার নির্দিষ্ট করা, মজুদ ও পরিবহনের জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবার অধিকার থাকিবে।

(২) পরিচালক সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, এবং বালু মিশ্রিত পাথরের কোয়ারীর ইজারাগ্রহীতাকে যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সুপারিশে সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

৮০। **উৎপাদন রিটার্ণ জমা দেওয়া**।—(১) কোয়ারী কার্যক্রম শুরু করিবার অনুমতি প্রদানের পর ইজারাগ্রহীতা পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্ট ফরমে ইজারাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মাসিক উৎপাদন রিটার্ণ প্রেরণ করিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা, পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে জানুয়ারি হইতে মার্চ মেয়াদের জন্য ত্রৈমাসিক রিটার্ণ ১০ই এপ্রিল, এপ্রিল-জুন মেয়াদের জন্য ১০ই জুলাই, জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মেয়াদের জন্য ১০ই অক্টোবর এবং অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মেয়াদের জন্য পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরের ১০ জানুয়ারির মধ্যে ত্রৈমাসিক রিটার্ণ জমা দিবেন।

(৩) যদি পরিচালকের বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রয়কৃত, প্রেরিত বা রপ্তানিকৃত খনিজ পদার্থের পরিমাণ এবং মান ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সঠিকভাবে প্রদর্শিত হয় নাই তাহা হইলে তাহার অনুরূপ খনিজ পদার্থের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্ধারণ করিবার পর বিক্রয়কৃত, প্রেরিত ও রপ্তানিকৃত পদার্থের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথরের জন্য কোয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর কোনটাই প্রযোজ্য হইবে না।

৮১। **রয়্যাল্‌টি এবং কোয়ারী ইজারামূল্য পরিশোধ**।—(১) ইজারাগ্রহীতা ত্রৈমাসিক উৎপাদন রিটার্ণের ভিত্তিতে প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরের জানুয়ারি হইতে মার্চের জন্য ৩০শে এপ্রিল, এপ্রিল হইতে জুনের জন্য ৩১শে জুলাই, জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের জন্য ৩১শে অক্টোবর এবং অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরের জন্য পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে উত্তোলিত খনিজ পদার্থের জন্য একাদশ তফসিলে বর্ণিত হারে রয়্যালটি প্রদান করিবেন এবং এই জাতীয় রয়্যালটি পরিশোধপূর্বক পরিচালকের নিকট যথাযথ যাচাইকৃত ট্রেজারী চালানের মূল কপি জমা দিবেন।

(২) সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথরের কোয়ারীর ইজারাগ্রহীতাগণ বিধি ৭৮ এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে কোয়ারীর ইজারার অর্থ পরিশোধ করিবেন এবং এই জাতীয় ইজারামূল্য পরিশোধ প্রদর্শনপূর্বক যথাযথ যাচাইকৃত মূল ট্রেজারী চালানের কপি জমা দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত তারিখের মধ্যে রয়্যালটি বা কোয়ারীর ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিধি ৮৪ অনুযায়ী কোয়ারী ইজারা স্থগিত বা বাতিল করা হইবে।

(৪) যদি পরিচালকের নিকট ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদর্শিত খনিমুখে মূল্য সঠিক নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে ব্যুরোর একজন কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক অকুস্থল পরিদর্শন করা সাপেক্ষে পরিচালকের উত্তোলিত, বিক্রয়কৃত, প্রেরিত বা রপ্তানিকৃত খনিজ পদার্থসমূহের খনিমুখে মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডির সহিত পরামর্শক্রমে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১১তম তফসিলে বর্ণিত রয়্যালটির হার সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৮২। **কাজের বাধ্যবাধকতা**।—(১) কোয়ারী ইজারাগ্রহীতা ইজারা মঞ্জুরীর ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা যোগ্য কারিগরি জনবল বা বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৩) ইজারাগ্রহীতা বিধি ৯ এর বর্ণিত পদ্ধতিতে সীমানা চিহ্নিত করিবেন।

(৪) ইজারাগ্রহীতা মঞ্জুরীকৃত ভূমি বা তদসংলগ্ন ভূমিতে ইজারায় বর্ণিত হয় নাই এমন কোন খনিজ পদার্থ বা খনিজ পদার্থসমূহের উন্নয়ন কাজে কোন অপ্রয়োজনীয় বা যৌক্তিকভাবে পরিহারযোগ্য বাঁধা বা অন্তরায় সৃষ্টি না করিয়া ইজারাতে বর্ণিত স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং সকল সময়ে পরিচালক বা তাহার প্রতিনিধি বা অন্য কোন খনিজ পদার্থের ইজারাগ্রহীতাদের তাহার ভূমির সংলগ্ন অন্য কোন ভূমিতে প্রবেশের যৌক্তিক অধিকার এবং যাতায়াতের সুযোগ এবং খনিজ পদার্থসমূহ সংগ্রহ করা, কাজ করা, উন্নয়ন এবং তাহা পরিবহন করার উদ্দেশ্যে তাহার ভূমির উপর দিয়া যাতায়াতের সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৫) ইজারাগ্রহীতা ৩ (তিন) মাসের পরিচালিত কোয়ারী কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিচালকের নিকট পেশ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারার ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতা প্রতি ৬ (ছয়) মাসের পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিগত ৬ (ছয়) মাসে তাহার দ্বারা পরিচালিত কোয়ারী কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে পরিচালকের নিকট তদকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রতিবেদন পেশ করিবেন যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবে, যথাঃ—

(ক) প্রত্যেক খননকূপে বা গর্তে যে গভীরতায় পৌছানো হইয়াছে সেই সম্পর্কিত বিবরণী; এবং

(খ) পরিচালিত ভূতাত্ত্বিক বা অন্যান্য ভূ-বৈজ্ঞানিক কাজের বিবরণী বা উপাত্ত।

(৭) প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে কার্যক্রমসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পাদিত সকল কার্যাদির অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক পরিকল্পনাসহ উক্ত বৎসরে পরিচালিত কোয়ারী কার্যক্রমের প্রতিবেদন পরিচালকের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) ইজারাগ্রহীতা সঠিক ভূতাত্ত্বিক এবং খনন পরিকল্পনা, মানচিত্র, লগ এব মঞ্জুরকৃত এলাকা সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করিবেন এবং পরিচালকের কাছে ভূতাত্ত্বিক, খনন কার্যক্রম এবং অন্যান্য ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যাদি সম্পর্কে সকল উপাত্ত এবং তথ্য পেশ করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিধি

৮৩। **সরকারের অধিকার**।—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা ইজারার ক্ষেত্রে সরকারের নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদানের অধিকার থাকিবে, যথাঃ—

(ক) কোন খনিজ পদার্থ বা খনিজ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে রপ্তানি করিবার পূর্বে উহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ;

(খ) বর্তমানে বলবৎ কোন আইন সাপেক্ষে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় সকল শ্রেণীর মূলধন এবং ডিবেঞ্চার শতকরা ৫১ ভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশী মূলধন দ্বারা সম্পৃক্ত করা;

(গ) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা তাহার প্রতিষ্ঠানে কারিগরী এবং প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের সকল গ্রেডে এবং শাখায় বাংলাদেশের নাগরিকদের নিয়োগদান করিবেন এবং উপরোল্লিখিত পদসমূহ পূরণার্থে বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(ঘ) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা একজন অনুমোদিত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী প্রতি বৎসর শেষে পরিচালকের নিকট জমা প্রদান।

(২) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে এই বিধিমালাতে কোন কিছু সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে বা কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৮৪। লাইসেন্স বা ইজারা বাতিলকরণ ও স্থগিত করণ।—(১) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা চুক্তির কোন শর্তাবলী এবং বিধিমালার কোন বিধি প্রতিপালন না করিলে বা ভঙ্গ করিলে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার অনুকূলে কেন তাহার লাইসেন্স বা ইজারা বাতিল করা হইবে না তাহার কারণ দর্শানোর জন্য পরিচালক লিখিতভাবে ১৫ (পনের) দিনের সময় দিয়া নোটিশ জারী করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা কোন সম্প্রসারিত সময়ের মধ্যে (যা অনধিক ১০ (দশ) দিন) কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব প্রদান করা না হইলে পরিচালক তদবিবেচনায় যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া লাইসেন্স বা ইজারা বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে —

(ক) পরিচালক কারণ দর্শানোর জন্য দেওয়া নির্ধারিত মেয়াদের পর অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং সরকার উক্ত বিষয়ে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার সিদ্ধান্ত পরিচালককে জানাইবেন; এবং

(খ) সরকারের সিদ্ধান্ত পাইবার পর, পরিচালক লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে অবহিত করিবেন এবং বাতিলের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্তের কারণসমূহ অবহিত করিবেন।

(৩) পরিবেশগত, স্থানীয় জনগণের স্বার্থহানী, আইন ও বিধিমালার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরিচালক লাইসেন্স বা ইজারার কার্যক্রমে তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) পরিচালক উপ-বিধি (৩) মোতাবেক স্থগিতাদেশের কারণ উল্লেখপূর্বক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।

৮৫। **রিভিশন**।—(১০ কোন লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা পরিচালক বা কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহা সংশোধনের জন্যে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) সরকার উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আবেদন গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে তাহাদের নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করিবার একটা যৌক্তিক সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে এবং সেইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮৬। **নির্দেশাবলী**।—পরিচালক তাহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৮৭। **জরিমানা**।—(১) পরিচালক এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনের কারণে লাইসন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার নিকট হইতে নিম্নলিখিত হারে জরিমানা আরোপ ও আদায় করিতে পারিবেন, যথাঃ—

(ক) বিধি ৯ লঙ্ঘনের জন্য অনূর্ধ্ব ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা;

(খ) বিধি ২১ বা ২২ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(গ) বিধি ৩২ বা ৯১ (১) (ক) বা ৯২(২) বা ৯৭ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(ঘ) বিধি ৫৪, ৭১ বা ৮২ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(ঙ) বিধি ৫৯ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(চ) বিধি ৬৩ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(ছ) বিধি ৬৭ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(জ) বিধি ৬৮ ও ৮০ লঙ্ঘনের জন্য অনূর্ধ্ব ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা জরিমানা;

(ঝ) বিধি ৬৯ লঙ্ঘনের জন্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে;

(ঞ) বিধি ৭০ বা ৭২ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(ট) বিধি ৭৩ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(ঠ) বিধি ৭৪ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(ড) বিধি ৮১ লঙ্ঘনের জন্য অন্যূন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা যাহা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; এবং

(ঢ) যদি কেউ বিধি ৯৬ লঙ্ঘন করে বাণিজ্যিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ বা অন্য কোন খনিজ আহরণ করে বা ক্ষতি করে তাহা হইলে পরিচালক ১১তম তফসিলে উল্লিখিত রয়্যালটির অতিরিক্ত অন্যূন ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন যাহা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(২) পরিচালক, লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে উপ-বিধি (১) এ নির্দেশিত কোন জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন না যদি না তাহাকে ন্যূনতম ৭ (সাত)দিন পূর্বে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হয়।

(৩) পরিচালক কর্তৃক লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার উপর জরিমানা আরোপ করা হইলে উক্ত জরিমানার আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) লাইসেন্স বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক এই বিধির অধীন আরোপিত জরিমানা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং ট্রেজারী চালানের মূল কপি পরিচালকের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

৮৮। **বিদেশী লাইসন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা**।—বিদেশী লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা যাহারা কোম্পানী হিসাবে বাংলাদেশে নিবন্ধিত হইয়াছে তাহাদের উক্ত নিবন্ধন বাতিল হইলে ব্যুরোকে জানাইবে যাহার প্রেক্ষিতে বিধি ১৩ অনুসারে স্বত্ব নিয়োগ বা হস্তান্তরিত না হইলে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বা ইজারা বাতিল করিতে পারিবে।

৮৯। **প্রতিবেদনের গোপনীয়তা**।—লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্স বা ইজারার বিধান অনুযায়ী সময়ে সময়ে চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত এবং পরিচালকের লিখিত সম্মতিতে বা যুক্তসংগত কারণে বাতিলকৃত ব্যতীত সকল লগ, ভূতাত্ত্বিক বা ভূ-পদার্থিক রেকর্ড, পরিকল্পনা বা নকশাসমূহ নিজ খরচে যথাযথভাবে পরিচালকের নিকট সরবরাহ করিবেন যাহা পরিচালকের বিবেচনায় কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বৎসর সময়কাল পর্যন্ত গোপনীয় থাকিবে এবং এই সময়কাল পরিচালক বর্ধিত করিতে পারিবেন।

৯০। **বিনা রয়্যালটিতে পরীক্ষণ**।—(১) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খনিজ পদার্থ চতুর্দশ তফসিল অনুযায়ী পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নেওয়ার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(২) সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চতুর্দশ তফসিলে বর্ণিত খনিজ পদার্থের পরিমাণ সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৯১। **অবৈধ কার্যক্রম**।—(১) কোন ব্যক্তি —

(ক) মঞ্জুরকৃত এলাকার বাহিরে অনুসন্ধানসহ কোন খনি কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) লাইসেন্সধারী বা ইজারাদার কর্তৃক মঞ্জুরী প্রাপ্ত এলাকায় অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান; এবং

(গ) অনুচ্ছেদ 'খ' তে বর্ণিত এলাকায় লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক পরিচালিত কোন ধরণের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এবং (গ) অনুচ্ছেদের বিধান অমান্য করিলে পরিচালক বা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার অনুরোধক্রমে স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসন বাধা অপসারণ বা হস্তক্ষেপ, বন্ধ বা অপসারণ করিবে এবং পরিচালক বা তাহার নিয়োজিত কর্মকর্তা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার পক্ষে প্রচলিত আইনের অধীন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) লঙ্ঘন করিয়া খনিজ পদার্থ আহরণ করিলে পরিচালক আহরিত খনিজ আটক করিতে পারিবেন, ইহা সম্ভব না হইলে বকেয়া ভূমি রাজস্বের ন্যায় সার্টিফিকেট মোকদ্দমার মাধ্যমে The Public demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) অনুযায়ী আহরিত খনিজের সামগ্রিক মূল্য আদায় করিবেন।

৯২। **আমদানী লাইসেন্স** ।—(১) লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা সরকারি নীতিমালার অধীন পরিচালকের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক নিম্নোক্ত কারণে যে কোন যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ আমদানী করিতে পারিবেন, যথাঃ—

(ক) অনুসন্ধান কার্যক্রম;

(খ) খনিতে বা কোয়ারীতে ব্যবহারের জন্য; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর উন্নয়নকল্পে।

(২) লাইসেন্সগ্রহীতা অথবা ইজারাগ্রহীতা লিস্ট অব আইটেমস এ উল্লিখিত যেইসকল যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহা ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রপাতি আমদানী করিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কোন যন্ত্রপাতি উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবেন না বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৯৩। **অবৈধ খনিজ আহরণে বাধা প্রদান**।—(১) নিম্নবর্ণিত কারণে উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) অননুমোদিত খনিজ আহরণ;

(খ) অনুমোদন ছাড়া কোয়ারীর ব্যবহার; এবং

(গ) অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে আহরিত খনিজ অপসারণ করা।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত যে কোন কাজ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর পরিচালক বা তদকর্তৃক মনোনীত বা কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ —

(ক) বিলম্ব না করিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করিবেন এবং খনি বা কোয়ারীতে অবৈধ উত্তোলন বন্ধের জন্য স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) বেআইনী ভাবে আহরিত বা উত্তোলিত খনিজ পদার্থ আটক করিবেন এবং এইগুলি নিলামে বিক্রয় করিবেন এবং বিক্রয়কৃত অর্থ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাব খাতে জমা প্রদান করিবেন;

(গ) উক্তরূপ কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করিবেন; এবং

(ঘ) উক্তরূপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯৪। **সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা**।—(১) এই বিধিমালায় বর্ণিত আইন ও প্রযোজ্য অন্যান্য আইনের অনুবিধি ছাড়াও অতিরিক্তভাবে এই বিধিমালার অধীন মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স বা ইজারার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত আইনের ধারা প্রয়োগ করা যাইবে —

(ক) The Mining Settlements Act, 1912 (Act II of 1912);

(খ) The Mines Act, 1923 (Act IV of 1923); এবং

(গ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)।

৯৫। **কোয়ারী ইজারা বহির্ভূত সময়কালে রয়্যালটি আদায় (সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর**। —বিধি ৭৮ এ নির্দেশিত সময়ের মধ্যে সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর ইত্যাদির কোয়ারী ইজারা প্রদান না করা হইলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ব্যুরোর পক্ষে উক্ত কোয়ারী এলাকায় খাস ভূমি হিসাবে অর্থ আদায় করিবেন এবং ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে উহা জমা করিবেন।

৯৬। **অন্যান্য খনিজ পদার্থ আবিষ্কার**।—লাইসেন্সগ্রহীতাকে বা ইজারাগ্রহীতাকে বা নিলাম সনদধারীকে যেই সকল খনিজের জন্য লাইসেন্স বা ইজারা বা নিলাম সনদ প্রদান করা হইয়াছে উহার বাহিরে কোন খনিজের সন্ধান বা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ বা অন্য কিছুর সন্ধান পাইলে অনতিবলম্বে উহা পরিচালককে জানাইতে হইবে।

৯৭। **ক্রোক করিবার অধিকার**।—কোন লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা এই বিধিমালার অধীন পরিশোধযোগ্য কোন পরিমাণ বকেয়া, ফিসমূহ এবং রয়্যালটি নির্দিষ্ট তারিখের পরবর্তী ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বা ইজারা বাতিল করিতে পারিবে এবং বকেয়া পাওনা, ফিসমূহ ও রয়্যালটি লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার নিরাপত্তা জামানত এবং ব্যাংক গ্যারান্টি হইতে আদায় করা হইবে এবং অবশিষ্ট অর্থ ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে The Public demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন আদায় করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স বা ইজারার অধিকার বিধি ১৪ এর অধীনে বন্ধক রাখা হইলে কর্তৃপক্ষ বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে বন্ধক গ্রহীতাকে লাইসেন্স বা ইজারা বাতিলের অভিপ্রায় অবহিত করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে করের খরচ আদায়ের লক্ষ্যে অতঃপর বিধি ৩০ এ নির্দেশিত পাওনা আদায়ের স্বার্থে অতঃপর বন্ধকী পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে এবং পরবর্তীতে এই বিধিমালার অধীন পাওনা, ফিসমূহ, রয়্যালটি আদায়ের লক্ষ্যে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থে দাবী পূরণ না হইলে কর্তৃপক্ষ The Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন ভূমি রাজস্ব বকেয়া হিসাবে এই ধরণের বকেয়া আদায় করিতে পারিবে।

৯৮। **হিসাবের খাত**।—এই বিধিমালার অধীন আবেদন ফি, বাৎসরিক ফি বা নিরাপত্তা জামানতের সুদ বা জরিমানা বা অন্য কিছু হিসাব খাত "১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১" এ এবং রয়্যালটি বা কোয়ারী ইজারা মূল্য হিসাব খাত "১/৪২৪১/০০০০/১৭০১" এ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই বিধিমালা জারী হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Mines and Minerals Rules, 1968 রহিত হইবে।

(২) উক্ত বিধিমালা রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীন মঞ্জুরকৃত বা নবায়নকৃত লাইসেন্স বা ইজারা বা উক্ত বিধিমালার অধীন গৃহীত কার্যক্রম বা আরোপিত জরিমানা এইরূপে বলবৎ থাকিবে যেন উক্তরূপ মঞ্জুরকৃত, নবায়নকৃত লাইসেন্স বা ইজারা, আরোপিত জরিমানা বা অন্য সকল কার্যক্রম এই বিধিমালার অধীন কৃত হইয়াছে।

১ম তফসিল

অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফরম

(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ঃ

২। স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) পিতা/স্বামীর নাম ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ (i) বর্তমান ঃ

(ii) স্থায়ী ঃ

(গ) জাতীয়তা ঃ

(ঘ) পেশা ঃ

(ঙ) বয়স ঃ

৩। কোম্পানী/ফার্ম কর্তৃক আবেদনের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) ব্যবসার মূল স্থান ঃ

(খ) যদি ব্যবসার মূল স্থান বাংলাদেশের বাহিরে হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত ঠিকানা ঃ

(গ) ব্যবসার প্রকৃতি ঃ

(ঘ) অনুমোদিত, পরিশোধিত বা গৃহীত মূলধন ঃ

(ঙ) পরিচালক/অংশীদারের নাম, জাতীয়তা, বয়স ঃ

৪। যে খনিজের জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রয়োজন ঃ

৫। প্রয়োজনীয় সময়কাল ঃ

৬। আবেদনকৃত এলাকার অবস্থান এবং আনুমানিক পরিমাণ ঃ

৭। কারিগরী বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টাগণের নাম ও যোগ্যতা ঃ

৮। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে অনুসন্ধান লাইসেন্স বা খনি ইজারা থাকিলে তাহার বর্ণনা ঃ

৯। আবেদনকারী যদি বিদেশী হন বা কোম্পানীটি বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত থাকে সেইক্ষেত্রে জাতীয়তা/যেই দেশে নিগমিত সেই দেশের নাম এবং বাংলাদেশে ব্যবসার স্থান/নিবন্ধনকৃত ঠিকানা ঃ

১০। অনুসন্ধানের জন্য মূলধন ঃ

১১। বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে) ঃ

আমি/আমরা এতদ্বারা সজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল বর্ণনা/তথ্য আমার বিশ্বাস মতে সঠিক এবং সত্য এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব হয় এমন কার্যক্রম হইতে বিরত থাকিব।

তারিখ ঃ আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সীল ঃ (পদবী)

১২। প্রয়োজনীয় সংযুক্তি ঃ—

(১) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি;

(২) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এইরূপ এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্ল্যান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১ঃ৫০,০০০) হইতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্ল্যান;

(৩) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল;

(৪) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(৫) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি;

(৬) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ;

(৭) বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে ২ (দুই) কপি সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা অংশীদারী দলিল বা সমমানের যে কোন আইনানুগ প্রমাণপত্র;

(৮) বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোম্পানীর নিবন্ধনের সনদ।

২য় তফসিল

খনি ইজারার জন্য আবেদন ফরম

(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ঃ

২। স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) পিতা/স্বামীর নাম ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ (১) বর্তমান ঃ

(২) স্থায়ী ঃ

(গ) জাতীয়তা ঃ

(ঘ) পেশা ঃ

(ঙ) বয়স ঃ

৩। কোম্পানী/ফার্ম কর্তৃক আবেদনের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) ব্যবসার মূল স্থান ঃ

(খ) যদি ব্যবসার মূল স্থান বাংলাদেশের বাহিরে হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত ঠিকানা ঃ

(গ) ব্যবসার প্রকৃতি ঃ

(ঘ) অনুমোদিত, পরিশোধিত বা গৃহীত মূলধন ঃ

(ঙ) পরিচালক/অংশীদারের নাম জাতীয়তা বয়স

(চ) প্রধান শেয়ার হোল্ডারের নাম জাতীয়তা গৃহীত শেয়ারের পরিমাণ

৪। যে খনিজের জন্য খনি ইজারা প্রয়োজন ঃ

৫। প্রয়োজনীয় সময়কাল ঃ

৬। আবেদনকৃত এলাকার অবস্থান এবং আনুমানিক পরিমাণ ঃ

৭। খনি ইজারার জন্যে কোন পূর্ববর্তী আবেদনের (যদি থাকে) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ফলাফল ঃ

৮। খনি কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্তব্য মূলধন ঃ

৯। কারিগরী বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শদাতাগণের নাম এবং যোগ্যতা ঃ

১০। যদি আবেদনকারী একজন বিদেশী নাগরিক বা বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোম্পানী হয় তাহা হইলে কোন ইজারা মঞ্জুরী লাভ করার জন্য আবেদনকারী কর্তৃক বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঃ

১১। বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে) ঃ

আমি/আমরা এতদ্বারা সজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্যাদি আমার বিশ্বাস মতে নির্ভুল, সত্য এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তার উপরে কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে বা ক্ষতিকারক এমন সকল কর্মতৎপরতা হইতে বিরত থাকিব।

তারিখ ঃ আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সীল মোহর ঃ (পদবী)

১২। প্রয়োজনীয় সংযুক্তি ঃ—

(১) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি;

(২) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্ল্যান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১ঃ৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্ল্যান;

(৩) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল;

(৪) অংশীদারী ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারী দলিলের একটা প্রামাণিক কপি;

(৫) সীমিতদায় কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানীর নিগমিতকরণ/নিবন্ধনের সনদের সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটা করিয়া কপি;

(৬) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(৭) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি;

(৮) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ;

(৯) বিদেশী নাগরিক বা বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ।

৩য় তফসিল

কোয়ারী ইজারার জন্য আবেদন ফরম

(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

১। আবেদনকারীর পুরো নাম ঃ

২। স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) পিতা/স্বামীর নাম ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ (১) বর্তমান ঃ

(২) স্থায়ী ঃ

(গ) জাতীয়তা ঃ

(ঘ) পেশা ঃ

(ঙ) বয়স ঃ

৩। কোম্পানী/ফার্ম কর্তৃক আবেদনের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) ব্যবসার মূল স্থান ঃ

(খ) ব্যবসার প্রকৃতি ঃ

(গ) মোট মূলধন ঃ

(ঘ) পরিচালক/অংশীদারের নাম জাতীয়তা বয়স

৪। কারিগরী বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টাগণের নাম এবং ঠিকানা ঃ

৫। যে খনিজের জন্য কোয়ারী ইজারা প্রয়োজন ঃ

৬। প্রয়োজনীয় সময়কাল ঃ

৭। আবেদনকৃত এলাকার অবস্থান, অবস্থা এবং আনুমানিক পরিমাণ ঃ

৮। দেশে বা দেশের বাহিরে ইতোমধ্যে লাইসেন্স বা ইজারা লাভ করিলে তাহার বৃত্তান্ত দিয়া খনি বা কোয়ারী কার্যক্রমের পূর্ব অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৯। কোয়ারী কার্যক্রমের জন্য মূলধন ঃ

১০। যদি আবেদনকারী একজন বিদেশী নাগরিক বা বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোম্পানী হয় তাহা হইলে কোন ইজারার মঞ্জুরী লাভ করার জন্য আবেদনকারী কর্তৃক বাংলাদেশে কোম্পানীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঃ

১১। বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে) ঃ

আমি/আমরা এতদ্বারা সজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্যাদি আমার বিশ্বাস মতে নির্ভুল, সত্য এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তার উপরে কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে বা ক্ষতিকারক এমন সকল কর্মতৎপরতা হইতে বিরত থাকিব।

তারিখ ঃ দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

সীলমোহর ঃ (পদবী)

১২। প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ ঃ—

(১) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি;

(২) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্ল্যান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১ঃ৫০,০০০) হইতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্ল্যান;

(৩) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল;

(৪) অংশীদারী ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারী দলিলের একটা প্রামাণিক কপি;

(৫) সীমিতদায় কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানীর নিগমিতকরণ/নিবন্ধনের সনদের একটা সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করিয়া কপি;

(৬) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(৭) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি;

(৮) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ;

(৯) বিদেশী নাগরিক বা বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ।

(১০) ব্যুরোর তালিকাভুক্ত একজন পরামর্শক ভূতত্ত্ববিদ কর্তৃক প্রদত্ত ৩ (তিন) কপি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন।

৪র্থ তফসিল

অনুসন্ধান লাইসেন্স/খনি ইজারা/কোয়ারী ইজারার জন্য আবেদনসমূহের রেজিস্টার

(বিধি-৮)

আবেদনের ক্রমিক নম্বর	আবেদন গ্রহণের তারিখ	আবেদনকারীর নাম	আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা	আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা	আবেদনকারী বাংলাদেশের একজন নাগরিক বা বিদেশী নাগরিক বা বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরের কোন কোম্পানী কিনা
১	২	৩	৪	৫	৬

খনিজের নাম	প্রয়োজনীয় সময়কাল	এলাকা এবং অবস্থান	পরিশোধিত আবেদন ফি	আবেদনের চূড়ান্ত ফলাফল	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১	১২

৫ম তফসিল

অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্যে চুক্তির ফরম

(বিধি-১৬)

এই চুক্তি.....দিন.....মাস.....বৎসর তারিখে সম্পাদিত হইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রতিনিধিত্বকারী জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষে কার্যসম্পাদনকারী পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো.....ঢাকা অতঃপর "লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" বলিয়া অভিহিত

এবং

----------অতঃপর "লাইসেন্স গ্রহীতা" হিসাবে উল্লিখিত এবং ক্ষেত্রমত, তাহার "উত্তরাধিকারী, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, আইনগত প্রতিনিধিগণ বা স্বত্বগ্রহীতাকে" বুঝাইবে,

এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু সংযুক্তি 'ক' এ বর্ণিত এলাকার জন্য, অতঃপর "লাইসেন্সকৃত এলাকা" বলিয়া উল্লিখিত, অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন কারিয়াছেন; এবং

যেহেতু লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকৃত অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত অধিকার, দায়সমূহ, ক্ষমতা, শর্ত এবং নিয়মাবলীর অধীনে.....অনুসন্ধানে জন্য এই চুক্তির সাথে সংযুক্তি.....ক-এ বর্ণিত এলাকা এতদ্বারা লাইসেন্স গ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুর এবং লাইসেন্স প্রদান করিল, যথা ঃ—

(১) এই চুক্তিতে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান বর্ণিত না হইলেও খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ এর ৩৯ নং আইন) এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধানাবলী এই চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এই চুক্তিতে বর্ণিত কোন অনুচ্ছেদ এর সহিত উক্ত আইন এবং বিধিমালার বিধানের মধ্যে মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে উক্ত আইন এবং বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** এই চুক্তিতে—

(ক) "বিধিমালা" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২; এবং

(খ) "বিধি" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি।

৩। **কাজের স্বাধীনতা।**—(১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন ব্যক্তি হইতে বা দ্বারা কোনরূপ হস্তক্ষেপ, দাবী বা বিঘ্ন ব্যতিরেকে লাইসেন্সগ্রহীতার লাইসেন্স মঞ্জুরকৃত এলাকাতে প্রবেশ এবং অনুসন্ধানের ক্ষমতা থাকিবে এবং তিনি—

(ক) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিতভাবে পূর্বানুমতি গ্রহণ বা সাপেক্ষে কোন আগাছা বা অপ্রয়োজনীয় ঝোপ পরিস্কার করিতে এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে লাইসেন্সকৃত এলাকার মধ্যে যে কোন রাস্তা নির্মাণ করিতে পারিবেন।

(খ) লাইসেন্সকৃত এলাকার যে কোন অংশে তাহার নিজস্ব প্রয়োজনে পানি ব্যবহার করিতে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে পানি সংগ্রহ এবং জমা করিতে পারিবেন এবং এই বিশেষ অধিকারের জন্য লাইসেন্সগ্রহীতা কোন জমি, গ্রাম, বাড়ি বা গো-মহিষাদির পানি খাওয়ার স্থানে কোন যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ পানি সরবরাহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না।

(গ) এতদ্বারা লাইসেন্সকৃত এলাকাতে অনুসন্ধান কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোন অস্থায়ী কাঠামো, যন্ত্র, অস্থাবর সম্পত্তি এবং বস্তুসমূহ তৈয়ারী এবং সংগ্রহ করিতে পারিবেন এইরূপ পন্থায় যাহাতে পরিবেশের ন্যূনতম ক্ষতি হয় এবং এইভাবে ব্যবহৃত জমি একটা বেষ্টনী দ্বারা ঘিরিয়া দিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত এই যে, এইরূপ বেষ্টনী বিদ্যমান বা প্রাক্কলিত সড়ক বা রাস্তার অধিকারসমূহের কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না।

(২) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার যে উদ্দেশ্যে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত, অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে লাইসেন্সকৃত এলাকার মধ্যে প্রবেশের এবং জনসাধারণের জন্য সড়ক, ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন লাইন এবং পাইপ লাইন নির্মাণ করার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকিবে।

(৩) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উপ-দফা (২) এ উল্লিখিত সড়ক, ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন লাইন এবং পাইপ লাইনে নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেইরূপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ পাথর, মাটি কাঠ বা অন্যান্য মালামাল লাইসেন্সকৃত এলাকা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন বা অন্যত্র সরাইয়া লইতে পারিবেন বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে এলাকার উপর দিয়া পরিবহন করিতে পারিবেন এবং জনসাধারণের প্রয়োজনে এবং সুবিধার্থে এইরূপ সড়ক, ট্রামওয়ে, রেলওয়ে এবং পাইপ লাইন লাইসেন্সকৃত এলাকার উপর দিয়া যাইতে পারিবেন।

(৪) লাইসেন্সকৃত এলাকায় উপ-দফা (২) ও (৩) এ বর্ণিত স্বাধীনতা বা ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ এবং ভোগ করা যাইবে যাহাতে লাইসেন্সগ্রহীতার অধিকার এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসমূহের কোন বাধা বিঘ্ন বা অন্তরায় সৃষ্টি না হয়।

৪। **নবায়নের অধিকার ঃ** লাইসেন্সের নবায়ন বিধি ৫২ এর অধীন হইবে।

৫। **সমর্পণের অধিকার ঃ** বিধি ৩২ অনুযায়ী লাইসেন্সকৃত এলাকা বা ইহার যে কোন অংশ সমর্পণ করা যাইবে।

৬। **লাইসেন্সকৃত এলাকা বর্ধিতকরণ ঃ** লাইসেন্সকৃত এলাকা বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে বিধি ৩৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৭। **বাৎসরিক ফি ঃ** বিধি ২৮ অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য বাৎসরিক ফি নির্ধারণ করা হইবে।

৮। **নিরাপত্তা জামানত ঃ** বিধি ৩৪ অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত জমা না দেওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর হইবে না।

৯। **কাজের বাধ্যবাধকতা ঃ** কাজের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বিধি ৫৪ প্রযোজ্য হইবে।

১০। **অনুসন্ধান আবাসিক ব্যবস্থাপক ঃ** অনুসন্ধান আবাসিক ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রে এই চুক্তির বিষয়ে বিধি ৩৭ প্রযোজ্য হইবে।

১১। **অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর সময় যে দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা নিম্নেবর্ণিত দূরত্বের মধ্যে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন না, যথা ঃ

হইতে	দূরত্ব
(১) বিমান বন্দর, রেডিও এবং টিভি স্টেশন	১০০ (একশত) মিটার
(২) রেল লাইন, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারের অধিক), শিল্প স্থাপনা, বাঁধ এবং ব্যারেজ	১০০ (একশত) মিটার
(৩) জনপথ, ভবন, বাজার, শিক্ষা স্থাপনা এবং কবরস্থান	৫০ (পঞ্চাশ) মিটার
(৪) বৈদ্যুতিক থাম/টাওয়ার, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার পর্যন্ত) গ্যাস লাইন (উচ্চ চাপ)	১৫ (পনের) মিটার

১২। **বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট নোটিশ ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা বন বিভাগের ডি,এফ,ও কে না জানাইয়া কোন সংরক্ষিত বা প্রাকৃতিক বনভূমিতে প্রবেশ বা অনুসন্ধান কার্যক্রম করিতে পারিবেন না।

১৩। **ভূমির মালিক ইত্যাদিকে দেওয়া নোটিশ ঃ** (১) লাইসেন্স মঞ্জুর করার পর লাইসেন্সগ্রহীতা কোন ভূমি দখল নেওয়ার আগে, উক্ত ভূমির মালিকের নিকট হইতে এই ভূমির উপরিভাগ ব্যবহারের জন্য ভূমিটি ক্রয় করিবেন বা অনুমতি গ্রহণ করিবেন এবং পরিচালকের নিকট এরূপ ক্রয়ের বা অনুমতির প্রামাণ্য দলিলাদি দাখিল করিবেন।

(২) অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করার আগে জমির মালিককে প্রদেয় নোটিশ সম্পর্কে এই চুক্তির বিষয়ে বিধি ১৯ প্রযোজ্য হইবে।

১৪। **গাছের ক্ষতি করার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা মালিক বা অনুমোদিত দখলকারীর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবেন না বা কোন প্রকার গাছ কাটিবেন না বা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না এবং যদি লাইসেন্সগ্রহীতা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে এইরূপ অনুমতি লাভ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে সরকার লাইসেন্সগ্রহীতার অনুরোধ এবং তাহার সহিত সহযোগিতাক্রমে লাইসেন্সগ্রহীতার জন্য এইরূপ অনুমতি গ্রহণ করিবেন এবং লাইসেন্সগ্রহীতা উহার যুক্তিসঙ্গত ব্যয় প্রদান করিবেন।

১৫। **সীমানা চিহ্নিতকরণ ঃ** লাইসেন্সকৃত এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে বিধি ৯ প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **তৃতীয় পক্ষের দাবীর সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা অন্যান্য পক্ষসমূহের সম্পত্তি এবং অধিকার এর ক্ষতি এবং ধ্বংস, যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, এবং যাহা তাহার প্রতিনিধি বা কর্মচারীগণ কর্তৃক লাইসেন্সে প্রদত্ত স্বাধীনতা বা ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে ঘটে, উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ কোন ক্ষতি, ধ্বংস এর জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত বা পেশকৃত দাবীর প্রেক্ষিতে ব্যয় বা খরচের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা দায়ী থাকিবেন না।

১৭। **লাইসেন্সের স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তর ঃ** বিধি ১৩ এর অধীন লাইসেন্সের স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা উহা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অন্যথায় লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

১৮। **যন্ত্রপাতির আমদানি ইত্যাদি ঃ** যন্ত্রপাতি আমদানি সম্পর্কে বিধি ৯২ প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **অন্যান্য খনিজের আবিস্কার ঃ** অন্যান্য খনিজ পদার্থ, গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ এবং আবিস্কার এর ক্ষেত্রে বিধি ৯৬ প্রযোজ্য হইবে।

২০। **পানি বিশোধন ঃ** অনুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালে যদি দূষিত পানির প্রাদুর্ভাব ঘটে বা কোনভাবে পানি দূষিত হয়, তাহা হইলে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ইহা বিশুদ্ধ করার বা যাহাতে পানি, মৎস্য, চারাগাছ, কৃষি ও পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধিত না হয় সেইজন্য পানি হইতে ক্ষতিকারক উপাদানসমূহ পৃথক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

২১। **বীমা সুবিধা ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীগণ এবং শ্রমিকদের জন্য জীবন এবং দুর্ঘটনা বীমা সুবিধাদি নিশ্চিত করিবেন এবং এইরূপ ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করিবেন যাহাতে সুবিধা ভোগকারীগণ এই ব্যাপারে যৌক্তিক সময়ে সুবিধা পাইতে পারেন।

২২। **কর্মচারী এবং শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারী এবং শ্রমিকগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি ৪১ প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবেন;

(খ) লাইসেন্সকৃত এলাকাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হইতে নির্গত বর্জ্য এবং ক্ষতিকারক গ্যাসসমূহ দ্বারা যাহাতে পরিবেশ দূষিত না হয় উহা নিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(গ) লাইসেন্সকৃত এলাকাতে সম্ভাব্য জায়গাসমূহ গাছ লাগাইবেন।

২৪। **স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মসময় ইত্যাদি ঃ** লাইসেন্স মঞ্জুরকৃত এলাকার জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মসময় ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি ৩৫ প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **বিস্ফোরকের ব্যবহার ঃ** বিস্ফোরক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ৩৬ প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা ঃ** এই চুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগের বিষয়ে বিধি ৯৪ প্রযোজ্য হইবে।

২৭। **ভুলবশতঃ এলাকা মঞ্জুর ঃ** যে কোন এলাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরের পর উহা অসাবধানতা বা ভুলবশতঃ মঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে পরবর্তীতে গোচরীভূত হইলে লাইসেন্সগ্রহীতা নিঃশর্তভাবে উক্ত এলাকা সমর্পণ করিবেন এবং কোন ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন দাবী করিবার অধিকারী হইবেন না।

২৮। **কোন সরকারি স্থানসমূহের উপর কোন ভবন তৈরী করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক কোন ভবন নির্মাণ বা অন্যান্য ভূপৃষ্ঠ কার্যক্রমের সম্পর্কে বিধি ২১ প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **অন্যান্য লাইসেন্সগ্রহীতাদের প্রবেশাধিকার ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা তাহার ভূমির উপর দিয়া অন্যান্য লাইসেন্সগ্রহীতাদের চলাচল করিবার প্রবেশাধিকারের যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে বিধি ২৩ প্রযোজ্য হইবে।

৩০। **বহিঃস্থ সীমানা থেকে বোরহোল বা কূপের দূরত্ব ঃ** পরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত লাইসেন্সকৃত এলাকার বাহিরের সীমানা হইতে ১০ (দশ) মিটার দূরত্বের মধ্যে কোন স্থানে লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানো যাইবে না।

৩১। **খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা সরকারি মালিকানাধীন কোন ভূমির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেইভাবে নির্ধারিত হয় সেই হারে বাৎসরিক জমির রাজস্ব খাজনা, উপকর এবং পানির বিল সরকারকে প্রদান করিবেন।

৩২। **দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ঃ** লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্সকৃত এলাকা বা কোন পিট স্যাফট বা কর্মস্থলে সংঘটিত যে কোন দুর্ঘটনার প্রতিবেদন যতদ্রুত সম্ভব পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৩। **জনগণের স্বার্থে এলাকা বহির্ভূতকরণ ঃ—**

(ক) লাইসেন্সগ্রহীতা অধিকার থাকা সত্ত্বেও, মঞ্জুরকৃত এলাকায় বা এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ভূমিসমূহ হইতে জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহারের ভূমিকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বাদ দেওয়া এলাকা বা এলাকাসমূহ মঞ্জুরকৃত এলাকার ১/৪ (এক চতুর্থাংশ) এর অধিক হইবে না এবং কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ যেইখানে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা যেমন, কূপ খনন, রাস্তা নির্মাণ, পানি এবং অন্যান্য কার্যক্রম যাহা অনুসন্ধান বা খনি সম্পর্কিত, যাহা পূর্বে শুরু করা হইয়াছে বা অগ্রগতি হইয়াছে বা যাহা খনি সম্পর্কিত সুবিধাদির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, বাদ দেওয়া যাইবে না।

(খ) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ বাদ দেওয়া হইলে লাইসেন্সগ্রহীতা যে সরকারি উদ্দেশ্যের জন্য উক্ত এলাকা বা এলাকাসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছিল সেই প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে বাদ দেওয়া ভূমি ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩৪। **লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষমতা ঃ** পরিদর্শনের জন্য ইজারাকৃত প্রাঙ্গনে প্রবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে বিধি ৫৫ প্রযোজ্য হইবে।

৩৫। **কাজ নির্বাহের ক্ষমতা ঃ** যদি লাইসেন্সগ্রহীতা এই চুক্তির শর্ত এং নিয়মাবলীর অধীনে উদ্ভূত চুক্তিসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহ পালন বা মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন বা উহার পরিপন্থী কোন কাজ করেন তাহা হইলে উক্ত দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন বা উহাদের যে কোনটির প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং লাইসেন্সগ্রহীতার নিকট হইতে ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য পরিচালক বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক কাজ সম্পাদন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে লাইসেন্সগ্রহীতাকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৩৬। **ক্রোক করার অধিকার ঃ** ক্রোক করিবার অধিকারের বিষয়ে বিধি ৯৭ প্রযোজ্য হইবে।

৩৭। **সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ঃ** যদি কোন কাঠামো, যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন সম্পত্তি বা বস্তু যা লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক অপসারণ করা উচিৎ কিন্তু তা তিনি লাইসেন্সকৃত এলাকা থেকে পরিচালক কর্তৃক নোটিশ জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অপসারণ না করিলে উহা লাইসেন্সগ্রহীতার অন্য কোন দায় ব্যতীত সরকারের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৮। **জরুরী অবস্থার সময়ে কাজ ইত্যাদির দখল নেয়া ঃ** যুদ্ধাবস্থায় বা জাতীয় জরুরী অবস্থায়, সরকার লাইসেন্সগ্রহীতাকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাহার কার্যক্রম, যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গন এবং অন্যান্য সম্পত্তির বা কার্যক্রমের তাৎক্ষণিকভাবে দখল বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সগ্রহীতা এইরূপ কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গন এর ব্যবহার এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সকল নির্দেশাবলী পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষতি সাধিত হইলে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

৩৯। **খনিজ সম্পদ নষ্ট হওয়ায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও দাবীর অধিকার ঃ** অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধানের অভাব, অবহেলা বা লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক বাদ দেয়া বা দায়িত্ব অর্পণ করিবার কারণে খনিজ সম্পদের কোন ক্ষতি হইলে পরিচালক, লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতির মাত্রা নিরূপণ করিবেন এবং লাইসেন্সগ্রহীতা এইরূপ নিরূপিত ক্ষতিপূরণ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে এবং বকেয়া রয়্যালটির ন্যায় পরিশোধ করার জন্য বাধ্য থাকিবেন।

৪০। **দৈব দুর্বিপাক ঃ** দৈব দুর্বিপাকের কারণে লাইসেন্সগ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে সরকারকে লাইসেন্সগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন দাবী করিবার বা লাইসেন্স বাতিল করিবার অধিকার প্রদান করিবে না। এই লাইসেন্সের ক্ষেত্রে "দৈব দুর্বিপাক" বলিতে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বুঝাইবে ঃ

যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বেসামরিক গোলযোগ, ঝড়, সামুদ্রিক জোয়ার, বন্যা, বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, ভূমিকম্প বা অন্য যে কোন কারণ যাহার উপরে লাইসেন্সগ্রহীতার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই।

৪১। **বাংলাদেশী নাগরিকের চাকুরীতে নিয়োগ ঃ** লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদবিবেচনায় লাইসেন্সগ্রহীতার প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রেডসমূহে বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিকের চাকুরীদানের জন্য লাইসেন্সগ্রহীতার নিকট দাবী জানাইতে পারিবে এবং এইসব কর্মচারীদের বাংলাদেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সগ্রহীতা এই বিষয়ে লাইসেন্সপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত যথাযথ নির্দেশাবলী প্রতিপালন করিবেন এবং কতজন বাংলাদেশী নাগরিকের নিয়োগ দেওয়া হইবে বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে তাহা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করিবেন।

৪২। **বিরোধ এবং সালিশী ঃ** বিরোধ এবং সালিশ সম্পর্কে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৪৭ প্রযোজ্য হইবে।

৪৩। **স্বত্ব নিয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদি ঃ** কোন লাইসেন্সগ্রহীতা বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত একটি কোম্পানী হইলে এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত না থাকিলে বিধি ১৩ এ উল্লিখিত অধিকারসমূহ সমর্পণের ব্যাপারে সম্মতি প্রদানের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অন্যথায় লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন।

৪৪। **প্রতিবেদন গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ** লাইসন্সগ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে সময়ে সময়ে চাহিদা অনুযায়ী, পরিচালকের লিখিত সম্মতিতে যুক্তিসঙ্গত কারণে বাতিলকৃত ব্যতীত, সকল লগ, ভূতাত্ত্বিক বা ভূ-পদার্থিক রেকর্ড, পরিকল্পনা বা নকসাসমূহ নিজ খরচে যথাযথভাবে পরিচালকের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং পরিচালকের বিবেচনায় অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়কাল পর্যন্ত গোপনীয় থাকিবে এবং পরিচালক উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

৪৫। **লাইসেন্সকৃত এলাকার বন্ধক ঃ** এই সম্পর্কে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ১৪ প্রযোজ্য হইবে।

৪৬। **জরিমানা ঃ** অননুমোদিত কাজ বা বাধার ব্যাপারে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৮৭ প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। **লাইসেন্সধারীর শর্তাবলী, অধিকার এবং দায়সমূহ ঃ** এই ক্ষেত্রে বিধি ১৬ প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। **অবৈধ কার্যক্রম ঃ** এই সম্পর্কে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৯১ প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। **লাইসেন্স বা ইজারা বাতিলকরণ ও রহিতকরণ ঃ** লাইসেন্স বাতিলকরণ ও রহিতকরণ বিষয়ে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৮৪ প্রযোজ্য হইবে।

৫০। **রিভিশন ঃ** যেইখানে লাইসেন্সগ্রহীতা পরিচালকের কোন আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সেইখানে লাইসেন্সগ্রহীতা সরকারের কাছে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে বিধি ৮৫ এর অধীনে আবেদন করিতে পারিবেন।

নিম্নে উল্লিখিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে পক্ষদ্বয় এই চুক্তির শর্ত এবং নিয়মাবলী পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিলেন।

পরিচালক
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
এবং
লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

স্বাক্ষী ঃ (১).....

(২).....

লাইসেন্সগ্রহীতা

স্বাক্ষী ঃ (১).....

(২).....

সংযুক্তি-ক
লাইসেন্সকৃত এলাকার বিবরণ

১। অবস্থান ঃ

২। মোট এলাকা ঃ

৩। মৌজার নাম (যদি এলাকা অনধিক দুইশত হেক্টর হয়) ঃ

৪। টপোগ্রাফিকাল সীট নং (যদি এলাকা দুইশত হেক্টরের অধিক হয়) ঃ

৫। রঙ, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দ্বারা চিহ্নিত এলাকা ঃ

৬। সীমানা ঃ

(ক) উত্তরে ঃ

(খ) দক্ষিণে ঃ

(গ) পূর্বে ঃ

(ঘ) পশ্চিমে ঃ

৬ষ্ঠ তফসিল

খনি ইজারার জন্য চুক্তির ফরম

(বিধি-১৬)

এই চুক্তি.....দিন.....মাস.....বৎসর তারিখে সম্পাদিত হইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রতিনিধিত্বকারী জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষে কার্যসম্পাদনকারী পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো.....ঢাকা অতঃপর "ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" বলিয়া অভিহিত

এবং

.....অতঃপর "ইজারা গ্রহীতা" হিসাবে উল্লিখিত এবং ক্ষেত্রমত তাহার "উত্তরাধিকারী, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, আইনগত প্রতিনিধিগণ বা স্বত্বগ্রহীতাকে" বুঝাইবে,

এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু সংযুক্ত 'ক' এ বর্ণিত এলাকার জন্য, অতঃপর "ইজারাকৃত এলাকা" বলিয়া উল্লিখিত, খনি ইজারার জন্য ইজারা গ্রহীতা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকৃত ইজারা মঞ্জুরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত অধিকার, দায়সমূহ, ক্ষমতা, শর্ত এবং নিয়মাবলীর অধীনে.....খনি ইজারার জন্য এই চুক্তির সাথে সংযুক্তি.....ক-এ বর্ণিত এলাকা এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুর এবং ইজারা প্রদান করিল, যথা ঃ—

১। এই চুক্তিতে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান বর্ণিত না হইলেও খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ এর ৩৯ নং আইন) এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধানাবলী এই চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এই চুক্তিতে বর্ণিত কোন অনুচ্ছেদ এর সহিত উক্ত আইন এবং বিধিমালার বিধানের মধ্যে মতদ্বৈধতার ক্ষেত্রে উক্ত আইন এবং বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ঃ এই চুক্তিতে—

(ক) "বিধিমালা" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২; এবং

(খ) "বিধি" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি।

৩। **কাজের স্বাধীনতা** ঃ (১) ইজারা গ্রহীতার ইজারাকৃত এলাকাতে প্রবেশের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা থাকিবে এবং ইজারাকৃত খনিজ পদার্থ খোঁজা এবং অনুসন্ধান এবং জয় করা, কাজ করা, পাওয়া, উত্তোলন বা রূপান্তর এবং পরিবহন করিয়া নেওয়ার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা থাকিবে।

(২) পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারাকৃত এলাকার অভ্যন্তরে খনি কার্যক্রম বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিশোধন কার্যক্রমের যে কোন উদ্দেশ্যে পানি নিজের দখলে লইতে পারিবেন এবং ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং কাজ চালানোর জন্য বা বোরিং কাজের জন্য বা পরিশোধন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবার জন্য পানি সংগ্রহ, জমা এবং ছিদ্র করিতে পারিবেন তবে এইরূপ অধিকার প্রয়োগকালে ইজারা গ্রহীতা কোন জমি, গ্রাম, বাড়ি বা গবাদিপশুর পানি খাওয়ার স্থানে পানির যুক্তিযুক্ত সরবরাহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না।

(৩) ইজারা গ্রহীতার ইজারাকৃত এলাকার কোন অংশে এবং পার্শ্ববর্তী যেকোন বোরিং বা পিটে প্রবেশ করা, ব্যবহার করা এবং দখল করার এবং খনি বা যে কোন কার্যক্রম হইতে উৎপাদিত খনিজ মজুদ করা, স্তুপ করা বা জমা করার উদ্দেশ্যে যে কোন কাজ এবং কাজের প্রয়োজনে মাটি ও অন্যান্য বস্তু নিয়া আসা বা কার্যকর সুবিধাজনক কর্মকাণ্ড বা বোরিং, পিট কার্যক্রম পরিচালনা করার স্বাধীনতা থাকিবে।

(৪) ইজারা গ্রহীতার বোরিং, পিট, কার্যক্রম বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিশোধন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, চুল্লি, ভবন, নির্মাণাদি, পাইপ লাইন, টেলিফোন লাইন, রেল রাস্তা, ট্রাম রাস্তা বা অন্যান্য সড়ক বা শ্রমিক এবং কর্মচারীদের জন্য ছাউনিং বা বাসাসমূহ নির্মাণ, স্থাপন এবং প্রস্তুত করিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

(৫) ইজারা গ্রহীতার খনি কার্যক্রমের জন্য ইজারাকৃত এলাকার অভ্যন্তরে বিনামূল্যে গ্রাভেল, বালু, কাদামাটি বা পাথর সংগ্রহ করিবার স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা থাকিবে তবে তিনি উহা বিক্রী করিতে পারিবেন না এবং ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণের পর কোন খননকৃত গর্ত বেষ্টনী দিয়া ঘিরিয়া দিবেন বা ভরাট করিয়া ফেলিবেন বা সমান করিয়া দিবেন বা পরিচালক কর্তৃক চাওয়া হইলে উহা চাষাবাদ এবং ব্যবহারের জন্য যেইভাবে উপযুক্ত ও বাস্তবসম্মত সেই অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসিবেন।

(৬) ইজারা গ্রহীতার ইজারাকৃত এলাকার ভূ-উপরিস্থ জায়গায় একটা বেষ্টনী দিয়া ঘিরিয়া দেওয়ার স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা থাকিবে ঃ

তবে শর্ত এই যে, এই চুক্তির অধীনে বা বিধিমালার অধীন সরকার বা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে যে ক্ষমতা মঞ্জুর করা বা স্বাধীনতা বা রাস্তার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহা ক্ষুণ্ন হইবে না।

৪। **নবায়নের অধিকার ঃ** লাইসেন্সের নবায়ন বিধি ৬৫ এর অধীন হইবে।

৫। **সমর্পণের অধিকার ঃ** বিধি ৩২ অনুযায়ী ইজারাকৃত এলাকা বা ইহার যে কোন অংশ সমর্পণ করা যাইবে।

৬। **ইজারাকৃত এলাকা বর্ধিতকরণ ঃ** ইজারাকৃত এলাকা বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে বিধি ৩৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৭। **বাৎসরিক ফি ঃ** বিধি ২৮ অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য বাৎসরিক ফি নির্ধারণ করা হইবে।

৮। **নিরাপত্তা জামানত ঃ** বিধি ৩৪ অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত জমা না দেওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর হইবে না।

৯। **কাজের বাধ্যবাধকতা ঃ** কাজের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বিধি ৭১ প্রযোজ্য হইবে।

১০। **আবাসিক ব্যবস্থাপক ঃ** খনির আবাসিক ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রে এই চুক্তির বিষয়ে বিধি ৩৭ প্রযোজ্য হইবে।

১১। **খনি কার্যক্রম চালানোর সময় যে দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে ঃ** ইজারা গ্রহীতা নিম্নে বর্ণিত দূরত্বের মধ্যে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন না, যথা ঃ

হইতে	দূরত্ব
(১) বিমান বন্দর, রেডিও এবং টিভি স্টেশন	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) মিটার
(২) রেল লাইন, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারের অধিক) শিল্প স্থাপনা, বাঁধ এবং ব্যারেজ	২০০ (দুইশত) মিটার
(৩) জনপথ, ভবন, বাজার, শিক্ষা স্থাপনা এবং কবরস্থান	১০০ (একশত) মিটার
(৪) বৈদ্যুতিক থাম/টাওয়ার, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার পর্যন্ত) গ্যাস লাইন (উচ্চ চাপ)	৫০ (পঞ্চাশ) মিটার

১২। **বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট নোটিশ ঃ** ইজারা গ্রহীতা বন বিভাগের ডি,এফ,ও কে না জানাইয়া কোন সংরক্ষিত বা প্রাকৃতিক বনভূমিতে প্রবেশ বা অনুসন্ধান কার্যক্রম করিতে পারিবেন না।

১৩। **ভূমির মালিক ইত্যাদিকে দেওয়া নোটিশ ঃ** ইজারা মঞ্জুর করিবার পর ইজারা গ্রহীতা কোন ভূমি দখল নেওয়ার আগে, উক্ত ভূমির মালিকের নিকট হইতে এই ভূমির উপরিভাগ ব্যবহারের জন্য ভূমিটি ক্রয় করিবেন বা অনুমতি গ্রহণ করিবেন এবং পরিচালকের নিকট এইরূপ ক্রয়ের বা অনুমতির প্রামাণ্য দলিলাদি দাখিল করিবেন।

(২) অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করার আগে জমির মালিককে প্রদেয় নোটিশ সম্পর্কে এই চুক্তির বিষয়ে বিধি ১৯ প্রযোজ্য হইবে।

১৪। **মাপার যন্ত্র ঃ** ইজারা গ্রহীতা খনিজ দ্রব্যাদির ওজন এবং পরিমাণ নির্ধারণের জন্য যথোপযুক্তভাবে নির্মিত এবং দক্ষ মাপার যন্ত্র বা অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সকল সময়ে প্রদান করিবেন।

১৫। **সীমানা চিহ্নিতকরণ ঃ** ইজারাকৃত এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে বিধি ৯ প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **তৃতীয় পক্ষের দাবীর সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি ঃ** ইজারা গ্রহীতা অন্যান্য পক্ষসমূহের সম্পত্তি এবং অধিকার এর ক্ষতি এবং ধ্বংস, যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, এবং যাহা তাহার প্রতিনিধি বা কর্মচারীগণ কর্তৃক লাইসেন্সে প্রদত্ত স্বাধীনতা বা ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে ঘটে, উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ কোন ক্ষতি, ধ্বংস এর জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত বা পেশকৃত দাবীর প্রেক্ষিতে ব্যয় বা খরচের জন্য ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা দায়ী থাকিবেন না।

১৭। **ইজারার স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তর ঃ** এই বিধিমালার অধীন ইজারার স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধি ১৩ প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **যন্ত্রপাতির আমদানি ইত্যাদি ঃ** যন্ত্রপাতি আমদানি সম্পর্কে বিধি ৯২ প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **অন্যান্য খনিজের আবিষ্কার ঃ** অন্যান্য খনিজ পদার্থ, গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ এবং আবিষ্কার এর ক্ষেত্রে বিধি ৯৬ প্রযোজ্য হইবে।

২০। **পানি বিশোধন ঃ** অনুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালে যদি দূষিত পানির প্রাদুর্ভাব ঘটে বা কোনভাবে পানি দূষিত হয়, তাহা হইলে ইজারা গ্রহীতা বা ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ইহা বিশুদ্ধ করার বা যাহাতে পানি, মৎস্য, চারাগাছ, কৃষি ও পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধিত না হয় সেইজন্য পানি হইতে ক্ষতিকারক উপাদানসমূহ পৃথক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

২১। **বীমা সুবিধা ঃ** ইজারা গ্রহীতা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীগণ এবং শ্রমিকদের জন্য জীবন এবং দুর্ঘটনা বীমা সুবিধাদি নিশ্চিত করিবেন এবং এইরূপ ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করিবেন যাহাতে সুবিধা ভোগকারীগণ এই ব্যাপারে যৌক্তিক সময়ে সুবিধা পাইতে পারেন।

২২। **কর্মচারী এবং শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঃ** ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারী এবং শ্রমিকগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি ৪১ প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** ইজারা গ্রহীতা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবেন;

(খ) ইজারাকৃত এলাকাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হইতে নির্গত বর্জ্য এবং ক্ষতিকারক গ্যাসসমূহ দ্বারা যাহাতে পরিবেশ দূষিত না হয় উহা নিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(গ) ইজারাকৃত এলাকাতে সম্ভাব্য জায়গাসমূহে গাছ লাগাইবেন।

২৪। **স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মসময় ইত্যাদি ঃ** ইজারা মঞ্জুরকৃত এলাকার জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মসময় ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি ৩৫ প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **বিস্ফোরকের ব্যবহার ঃ** বিস্ফোরক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ৩৬ প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা ঃ** এই চুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগের বিষয়ে বিধি ৯৪ প্রযোজ্য হইবে।

২৭। **ভুলবশতঃ এলাকা মঞ্জুর ঃ** যে কোন এলাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ইজারা মঞ্জুরের পর উহা অসাবধানতা বা ভুলবশতঃ এলাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে পরবর্তীতে গোচরীভূত হইলে ইজারা গ্রহীতা নিঃশর্তভাবে উক্ত এলাকা সমর্পণ করিবেন এবং কোন ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন দাবী করিবার অধিকারী হইবেন না।

২৮। **কোন সরকারী স্থানসমূহের উপর কোন ভবন তৈরী করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি ঃ** ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক কোন ভবন নির্মাণ বা অন্যান্য ভূ-পৃষ্ঠ কার্যক্রমের সম্পর্কে বিধি ২১ প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **অন্যান্য ইজারা গ্রহীতাদের প্রবেশাধিকার ঃ** ইজারাগ্রহীতা তাহার ভূমির উপর দিয়া অন্যান্য ইজারা গ্রহীতাদের চলাচল করিবার প্রবেশাধিকারের যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে বিধি ২৩ প্রযোজ্য হইবে।

৩০। **বহিঃস্থ সীমানা থেকে বোরহোল বা কূপের দূরত্ব ঃ** পরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ইজারাকৃত এলাকার বাহিরের সীমানা হইতে ১০ (দশ) মিটার দূরত্বের মধ্যে কোন স্থানে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানো যাইবে না।

৩১। **খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ ঃ** ইজারা গ্রহীতা সরকারী মালিকানাধীন কোন ভূমির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেইভাবে নির্ধারিত হয় সেই হারে বাৎসরিক জমির রাজস্ব খাজনা, উপকর এবং পানির বিল সরকারকে প্রদান করিবেন।

৩২। **দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ঃ** ইজারা গ্রহীতা ইজারাকৃত এলাকা বা কোন পিট স্যাফট বা কর্মস্থলে সংঘটিত যে কোন দুর্ঘটনার প্রতিবেদন যতদ্রুত সম্ভব পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৩। **জনগণের স্বার্থে এলাকা বহির্ভূতকরণ ঃ**

(ক) ইজারা গ্রহীতা অধিকার থাকা সত্ত্বেও, মঞ্জুরকৃত এলাকায় বা এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ভূমিসমূহ হইতে জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহারের ভূমিকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বাদ দেওয়া এলাকা বা এলাকাসমূহ মঞ্জুরকৃত এলাকার ১/৪ (এক চতুর্থাংশ) এর অধিক হইবে না এবং কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ যেইখানে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা যেমন, কূপ খনন, রাস্তা নির্মাণ, পানি এবং অন্যান্য কার্যক্রম যাহা অনুসন্ধান বা খনি সম্পর্কিত, যাহা পূর্বে শুরু করা হইয়াছে বা অগ্রগতি হইয়াছে বা যাহা খনি সম্পর্কিত সুবিধাদির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, বাদ দেওয়া যাইবে না।

(খ) উপ-দফা (ক) এর অধীন কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ বাদ দেওয়া হইলে ইজারা গ্রহীতা যে সরকারী উদ্দেশ্যের জন্য উক্ত এলাকা বা এলাকাসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছিল সেই প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে বাদ দেওয়া ভূমি ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩৪। **কাজ নির্বাহের ক্ষমতা ঃ** যদি ইজারা গ্রহীতা এই চুক্তির শর্ত এবং নিয়মাবলীর অধীনে উদ্ভূত চুক্তিসমূহ এবং দায়দায়িত্বসমূহ পালন বা মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন বা উহার পরিপন্থী কোন কাজ করেন তাহা হইলে উক্ত দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন বা উহাদের যে কোনটির প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য পরিচালক বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক কাজ সম্পাদন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে লাইসেন্স গ্রহীতাকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৩৫। **ক্রোক করার অধিকার ঃ** ক্রোক করিবার অধিকারের বিষয়ে বিধি ৯৭ প্রযোজ্য হইবে।

৩৬। **সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ঃ** যদি কোন কাঠামো, যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন সম্পত্তি বা বস্তু যা লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক অপসারণ করা উচিত কিন্তু তা যদি তিনি ইজারাকৃত এলাকা থেকে পরিচালক কর্তৃক নোটিশ জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অপসারণ না করিলে উহা ইজারা গ্রহীতার অন্য কোন দায় ব্যতীত সরকারের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৭। **জরুরী অবস্থার সময়ে কাজ ইত্যাদির দখল নেয়া ঃ** যুদ্ধাবস্থায় বা জাতীয় জরুরী অবস্থায়, সরকার ইজারা গ্রহীতাকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাহার কার্যক্রম, যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গণ এবং অন্যান্য সম্পত্তির বা কার্যক্রমের তাৎক্ষণিকভাবে দখল বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইজারা গ্রহীতা এইরূপ কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গণ এর ব্যবহার এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সকল নির্দেশাবলী পালন করিবে এবং মানিয়া চলিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষতি সাধিত হইলে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ইজারা গ্রহীতা বা ইজারা গ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

৩৮। **খনিজ সম্পদ নষ্ট হওয়ায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও দাবীর অধিকার ঃ** অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধানের অভাব, অবহেলা বা ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক বাদ দেয়া বা দায়িত্ব অর্পণ করিবার কারণে খনিজ সম্পদের কোন ক্ষতি হইলে পরিচালক, ইজারা গ্রহীতা এইরূপ নিরূপিত ক্ষতিপূরণ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে এবং বকেয়া রয়্যালটির ন্যায় পরিশোধ করার জন্য বাধ্য থাকিবেন।

৩৯। **দৈব-দুর্বিপাক ঃ** দৈব-দুর্বিপাকের কারণে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে সরকারকে ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন দাবী করিবার বা ইজারা বাতিল করিবার অধিকার প্রদান করিবে না। এই ইজারার ক্ষেত্রে "দৈব-দুর্বিপাক" বলিতে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বুঝাইবে ঃ

যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বেসামরিক গোলযোগ, ঝড়, সামুদ্রিক জোয়ার, বন্যা, বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, ভূমিকম্প বা অন্য যে কোন কারণ যাহার উপরে ইজারা গ্রহীতার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই।

৪০। **বাংলাদেশী নাগরিকের চাকুরীতে নিয়োগ ঃ** ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদবিবেচনায় ইজারা গ্রহীতার প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রেডসমূহে বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিকদের চাকুরীদানের জন্য ইজারা গ্রহীতার নিকট দাবী জানাইতে পারিবে এবং এইসব কর্মচারীদের বাংলাদেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ইজারা গ্রহীতা এই বিষয়ে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত যথাযথ নির্দেশাবলী প্রতিপালন করিবেন এবং কতজন বাংলাদেশী নাগরিকের নিয়োগ দেওয়া হইবে বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে তাহা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করিবেন।

৪১। **বিরোধ এবং সালিশী ঃ** এই চুক্তি হইতে উদ্ভূত বিরোধ নিস্পত্তি এবং সালিশের ক্ষেত্রে বিধি ৪৭ প্রযোজ্য হইবে।

৪২। **স্বত্ব নিয়োগের পদ্ধতি, ইত্যাদি ঃ**বিধি ১৩ এর অধীন ইজারার স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা উহা তাৎক্ষণিকভাবে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অন্যথায় ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করিতে পারিবে।

৪৩। **প্রতিবেদন গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ** ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে সময়ে সময়ে চাহিদা অনুযায়ী, পরিচালকের লিখিত সম্মতিতে যুক্তিসংগত কারণে

বাতিলকৃত ব্যতীত, সকল লগ, ভূ-তাত্ত্বিক বা ভূ-পদার্থিক রেকর্ড, পরিকল্পনা বা নকসাসমূহ নিজ খরচে যথাযথভাবে পরিচালকের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং পরিচালকের বিবেচনায় অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়কাল পর্যন্ত গোপনীয় থাকিবে এবং পরিচালক উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

৪৪। **নতুন মূলধন ইস্যুর বিজ্ঞপ্তি ঃ** ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সময়ে সময়ে কোন নতুন মূলধন ইস্যুর বিষয়ে ইহার বিবরণাদি পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে হইবে।

৪৫। **উৎপাদন রিটার্ণ দাখিল ঃ** খনি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ইজারা গ্রহীতা প্রতি পঞ্জিকা মাসের প্রথম ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ববর্তী মাসের উৎপাদন প্রদর্শনপূর্বক মাসিক উৎপাদন রিটার্ণ দাখিল করিবেন।

৪৬। **রয়্যালটি পরিশোধ ঃ** রয়্যালটি পরিশোধের ক্ষেত্রে ৬৬ প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। **রক্ষিত হিসাব পরিদর্শন ঃ** রক্ষিত হিসাব পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিধি ৬৭ প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। **কারিগরী জনবল নিয়োগ ঃ**

(১) যেই ক্ষেত্রে কোন খনি ইজারার মাসিক গড় উৎপাদন ৪০০ (চার শত) টনের অধিক এবং মাসিক গড় বিক্রয় ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক সেই ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক খনি প্রকৌশলে ডিগ্রীধারী বা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূ-তত্ত্বে ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর ডিগ্রিধারী কোন কারিগরী ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতীত কোন প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) কারিগরী বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ও তাহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা খনি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদনকালে নিরূপণ করা হইবে।

৪৯। **অন্যান্য এলাকাসমূহে অননুমোদিত প্রবেশ করা ঃ** যদি ইজারা গ্রহীতা ভূ-পৃষ্ঠে বা মাটির নীচে কাজ করার সময়ে ঃ

(ক) ইজারাতে নাই এইরূপ এলাকায় অনুপ্রবেশ করিলে, তাহা হইলে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া এই জাতীয় কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইজারা গ্রহীতাকে বিধি ৮৭-১(চ) এ উলিখিত শাস্তি প্রদান করা হইবে।

(খ) দফা (ক) এ উলিখিত অননুমোদিত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করিলে শর্ত ভঙ্গের কারণে ইজারা বাতিলযোগ্য হইবে।

৫০। **পরিকল্পনা দাখিল ঃ** এই ক্ষেত্রে বিধি ৬৯ প্রযোজ্য হইবে।

৫১। **সংরক্ষিত এলাকা ব্যতীত খনি কার্যক্রম ঃ** সংরক্ষিত এলাকা ব্যতীত খনি কার্যক্রম সম্পর্কে বিধি ৭৩ প্রযোজ্য হইবে।

৫২। **ইজারাকৃত এলাকার বন্ধক ঃ** এই সম্পর্কে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ১৪ প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। **জরিমানা ঃ** অননুমোদিত কাজ বা বাধার ব্যাপারে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৮৭ প্রযোজ্য হইবে।

৫৪। **ইজারাধারীর শর্তাবলী, অধিকার এবং দায়সমূহ ঃ** এই ক্ষেত্রে বিধি ১৬ প্রযোজ্য হইবে।

৫৫। **অবৈধ কার্যক্রম ঃ** এই সম্পর্কে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৯১ প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। **ইজারা বাতিলকরণ ও রহিতকরণ** ঃ ইজারা বাতিলকরণ ও রহিতকরণের বিষয়ে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৮৪ প্রযোজ্য হইবে।

৫৭। **রিভিশন** ঃ যেইখানে ইজারা গ্রহীতা পরিচালকের কোন আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সেইখানে ইজারা গ্রহীতা সরকারের কাছে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে বিধি ৮৫ এর অধীনে আবেদন করিতে পারিবেন।

নিম্নে উল্লিখিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে পক্ষদ্বয় এই চুক্তির শর্ত এবং নিয়মাবলী পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিলেন।

পরিচালক
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
এবং
ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

সাক্ষী ঃ (১) .....

(২) .....

ইজারা গ্রহীতা

সাক্ষী ঃ (১) .....

(২) .....

সংযুক্তি-ক
ইজারাকৃত এলাকার বিবরণ

১। অবস্থানঃ

২। মোট এলাকাঃ

৩। মৌজার নাম (যদি এলাকা অনধিক দুইশত হেক্টর হয়)ঃ

৪। টপোগ্রাফিক্যাল সীট নং (যদি এলাকা দুইশত হেক্টরের অধিক হয়)ঃ

৫। রঙ, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দ্বারা চিহ্নিত এলাকাঃ

৬। সীমানাঃ

(ক) উত্তরেঃ

(খ) দক্ষিণেঃ

(গ) পূর্বেঃ

(ঘ) পশ্চিমেঃ

৭ম তফসিল

কোয়ারী ইজারার জন্যে চুক্তির ফরম

(বিধি-১৬)

এই চুক্তি ..... দিন ..... মাস ..... বৎসর তারিখে সম্পাদিত হইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রতিনিধিত্বকারী জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষে কার্যসম্পাদনকারী পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো ..... ঢাকা অতঃপর "ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" বলিয়া অভিহিত

এবং

..... অতঃপর "ইজারাগ্রহীতা" হিসাবে উল্লিখিত এবং ক্ষেত্রমত, তাহার "উত্তরাধিকারী, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ, আইনগত প্রতিনিধিগণ বা স্বত্বগ্রহীতাকে" বুঝাইবে,

এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু সংযুক্তি 'ক' এ বর্ণিত এলাকার জন্য, অতঃপর "ইজারাকৃত এলাকা" বলিয়া উল্লিখিত, কোয়ারী ইজারার জন্য ইজারা গ্রহীতা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকৃত ইজারা মঞ্জুরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত অধিকার, দায়সমূহ, ক্ষমতা, শর্ত এবং নিয়মাবলীর অধীনে..... কোয়ারী ইজারার জন্য এই চুক্তির সাথে সংযুক্তি ..... ক-এ বর্ণিত এলাকা এতদ্বারা ইজারাগ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুর এবং ইজারা প্রদান করিল, যথা ঃ—

১। এই চুক্তিতে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান বর্ণিত না হইলেও খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯নং আইন) এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধানাবলী এই চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এই চুক্তিতে বর্ণিত কোন অনুচ্ছেদ এর সহিত উক্ত আইন এবং বিধিমালার বিধানের মধ্যে মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে উক্ত আইন এবং বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ঃ এই চুক্তিতে—

(ক) "বিধিমালা" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২; এবং

(খ) "বিধি" অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি।

৩। **কাজের স্বাধীনতা** ঃ (১) ইজারাগ্রহীতার ইজারাকৃত এলাকাতে প্রবেশের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা থাকিবে এবং ইজারাকৃত খনিজ পদার্থ খোঁজা এবং অনুসন্ধান এবং জয় করা, কাজ করা, পাওয়া, উত্তোলন বা রূপান্তর এবং পরিবহন করিয়া নেওয়ার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কোয়ারী অবস্থানের চৌহদ্দির মধ্যে কোয়ারীকৃত খনিজ পদার্থ বা পাথরসমূহ খনন করা, ভাঙ্গা, আকার নির্দিষ্ট করা, স্তুপ করা, এবং পরিবহন সুবিধাসমূহের জন্যে যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার অধিকার কোয়ারী ইজারাগ্রহীতার থাকিবে।

(৩) ইজারাগ্রহীতার কোয়ারী কর্মকাণ্ডের জন্যে ইজারাকৃত এলাকার অভ্যন্তরে বিনামূল্যে গ্রাভেল, বালু, কাদামাটি বা পাথর খোঁজা এবং সংগ্রহ করার স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা থাকিবে তবে তিনি উহা বিক্রী করিতে পারিবেন না এবং ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সকল খোদিত গর্ত বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিবেন বা ভরাট করিয়া দিবেন বা সমান করিয়া দিবেন বা পরিচালক কর্তৃক চাওয়া হইলে উহা চাষাবাদ এবং দখলের জন্যে যেইভাবে উপযুক্ত সেই অবস্থায় যতটা বাস্তবসম্মত হয়, রাখিয়া আসিবেন।

(৪) ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত এলাকার ভূ-উপরিস্থ জায়গায় একটা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়ার স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা থাকিবে ঃ

তবে শর্ত এই যে, এই চুক্তির অধীনে বা বিধিসমূহের অধীনে সরকার বা ইজারাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে যে ক্ষমতা মঞ্জুর করা হয়েছিল বা স্বাধীনতা বা রাস্তার অধিকার দেওয়া হয়েছে তা ক্ষুণ্ন হবে না।

৪। **নবায়নের অধিকার** ঃ লাইসেন্সের নবায়ন বিধি ৭৭ এর অধীন হইবে।

৫। **সমর্পণের অধিকার** ঃ বিধি ৩২ অনুযায়ী ইজারাকৃত এলাকা বা ইহার যে কোন অংশ সমর্পণ করা যাইবে।

৬। **ইজারাকৃত এলাকা বর্ধিতকরণ** ঃ ইজারাকৃত এলাকা বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে বিধি ৩৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৭। **বাৎসরিক ফি** ঃ বিধি ২৮ অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য বাৎসরিক ফি নির্ধারণ করা হইবে।

৮। **নিরাপত্তা জামানত** ঃ বিধি ৩৪ অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত জমা না দেওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর হইবে না।

৯। **কাজের বাধ্যবাধকতা** ঃ কাজের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বিধি ৮২ প্রযোজ্য হইবে।

১০। **কোয়ারী কার্যক্রম চালানোর সময় যে দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে** ঃ ইজারাগ্রহীতা নিম্নে বর্ণিত দূরত্বের মধ্যে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন না, যথা ঃ—

হইতে	দূরত্ব
(১) বিমান বন্দর, রেডিও এবং টিভি স্টেশন	২০০ (দুইশত) মিটার
(২) রেল লাইন, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারের অধিক) শিল্প স্থাপনা, বাঁধ এবং ব্যারেজ	১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মিটার
(৩) জনপথ, ভবন, বাজার, শিক্ষা স্থাপনা এবং কবরস্থান	৫০ (পঞ্চাশ) মিটার
(৪) বৈদ্যুতিক থাম/টাওয়ার, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার পর্যন্ত) গ্যাস লাইন (উচ্চ চাপ)	২৫ (পঁচিশ) মিটার

১১। **বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট নোটিশ** ঃ ইজারাগ্রহীতা বন বিভাগের ডি,এফ,ও কে না জানাইয়া কোন সংরক্ষিত বা প্রাকৃতিক বনভূমিতে প্রবেশ বা অনুসন্ধান কার্যক্রম করিতে পারিবেন না।

১২। **ভূমির মালিক ইত্যাদিকে দেওয়া নোটিশ** ঃ (১) ইজারা মঞ্জুর করিবার পর ইজারাগ্রহীতা কোন ভূমি দখল নেওয়ার আগে, উক্ত ভূমির মালিকের নিকট হইতে এই ভূমির উপরিভাগ ব্যবহারের জন্য ভূমিটি ক্রয় করিবেন ক্ষা অনুমতি গ্রহণ করিবেন এবং পরিচালকের নিকট এইরূপ ক্রয়ের বা অনুমতির প্রামাণ্য দলিলাদি দাখিল করিবেন।

(২) অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করার আগে জমির মালিককে প্রদেয় নোটিশ সম্পর্কে এই চুক্তির বিষয়ে বিধি ১৯ প্রযোজ্য হইবে।

১৩। **মাপার যন্ত্র** ঃ ইজারাগ্রহীতা খনিজ দ্রব্যাদির ওজন এবং পরিমাণ নির্ধারণের জন্য যথোপযুক্তভাবে নির্মিত এবং দক্ষ মাপার যন্ত্র বা অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সকল সময়ে প্রদান করিবেন।

১৪। **সীমানা চিহ্নিতকরণ** ঃ ইজারাকৃত এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে বিধি ৯ প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **তৃতীয় পক্ষের দাবীর সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি** ঃ ইজারাগ্রহীতা অন্যান্য পক্ষসমূহের সম্পত্তি এবং অধিকার এর ক্ষতি এবং ধ্বংস, যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, এবং যাহা তাহার প্রতিনিধি বা কর্মচারীগণ কর্তৃক লাইসেন্সে প্রদত্ত স্বাধীনতা বা ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে ঘটে, উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ কোন ক্ষতি, ধ্বংস এর জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত বা পেশকৃত দাবীর প্রেক্ষিতে ব্যয় বা খরচের জন্য ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা দায়ী থাকিবেন না।

১৬। **ইজারার স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তর** ঃ এই বিধিমালার অধীন ইজারার স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধি ১৩ প্রযোজ্য হইবে।

১৭। **যন্ত্রপাতির আমদানি ইত্যাদি** ঃ যন্ত্র সম্পর্কে বিধি ৯২ প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **অন্যান্য খনিজের আবিষ্কার** ঃ অন্যান্য খনিজ পদার্থ, গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ এবং আবিষ্কার এর ক্ষেত্রে বিধি ৯৬ প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **পানি বিশোধন** ঃ অনুসন্ধানকার্যক্রম চলাকালে যদি দূষিত পানির প্রাদুর্ভাব ঘটে বা কোনভাবে পানি দূষিত হয়, তাহা হইলে ইজারাগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ইহা বিশুদ্ধ করার বা যাহাতে পানি, মৎস্য, চারাগাছ, কৃষি ও পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধিত না হয় সেইজন্য পানি হইতে ক্ষতিকারক উপাদানসমূহ পৃথক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

২০। **বীমা সুবিধা** ঃ ইজারাগ্রহীতা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীগণ এবং শ্রমিকদের জন্য জীবন এবং দুর্ঘটনা বীমা সুবিধাদি নিশ্চিত করিবেন এবং এইরূপ ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করিবেন যাহাতে সুবিধা ভোগকারীগণ এই ব্যাপারে যৌক্তিক সময়ে সুবিধা পাইতে পারেন।

২১। **কর্মচারী এবং শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ** ঃ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারী এবং শ্রমিকগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি ৪১ প্রযোজ্য হইবে।

২২। **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ** ঃ ইজারাগ্রহীতা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবেন;

(খ) ইজারাকৃত এলাকাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হইতে নির্গত বর্জ্য এবং ক্ষতিকারক গ্যাসসমূহ দ্বারা যাহাতে পরিবেশ দূষিত না হয় উহা নিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(গ) ইজারাকৃত এলাকাতে সম্ভাব্য জায়গাসমূহে গাছ লাগাইবেন।

২৩। **স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মসময় ইত্যাদি** ঃ ইজারা মঞ্জুরকৃত এলাকার জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্ম সময় ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি ৩৫ প্রযোজ্য হইবে।

২৪। **বিস্ফোরকের ব্যবহার** ঃ বিস্ফোরক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ৩৬ প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা** ঃ এই চুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগের বিষয়ে বিধি ৯৪ প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **ভুলবশতঃ এলাকা মঞ্জুর** ঃ যে কোন এলাকা বা উহার অংশবিশেষের জন্য ইজারা মঞ্জুরের পর উহা অসাবধানতা বা ভুলবশতঃ মঞ্জুর করা হইয়াছে মর্মে পরবর্তীতে গোচরীভূত হইলে ইজারাগ্রহীতা নিঃশর্তভাবে উক্ত এলাকা সমর্পণ করিবেন এবং কোন ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন দাবী করিবার অধিকারী হইবেন না।

২৭। **কোন সরকারি স্থানসমূহের উপর কোন ভবন তৈরী করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি** ঃ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক কোন ভবন নির্মাণ বা অন্যান্য ভূ-পৃষ্ঠ কার্যক্রমের সম্পর্কে বিধি ২১ প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **অন্যান্য ইজারাগ্রহীতাদের প্রবেশাধিকার** ঃ ইজারাগ্রহীতা তাহার ভূমির উপর দিয়া অন্যান্য ইজারাগ্রহীতাদের চলাচল করিবার প্রবেশাধিকারের যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে বিধি ২৩ প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **বহিঃস্থ সীমানা থেকে বোরহোল বা কূপের দূরত্ব ঃ** পরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ইজারাকৃত এলাকার বাহিরের সীমানা হইতে ১০ (দশ) মিটার দূরত্বের মধ্যে কোন স্থানে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানো যাইবে না।

৩০। **খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ ঃ** ইজারাগ্রহীতা সরকারি মালিকানাধীন কোন ভূমির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেইভাবে নির্ধারিত হয় সেই হারে বাৎসরিক জমির রাজস্ব খাজনা, উপকর এবং পানির বিল সরকারকে প্রদান করিবেন।

৩১। **দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ঃ** ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত এলাকা বা কোন পিট স্যাফট বা কর্মস্থলে সংঘটিত যে কোন দুর্ঘটনার প্রতিবেদন যত দ্রুত সম্ভব পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩২। **জনগণের স্বার্থে এলাকা বহির্ভূতকরণ ঃ**

(ক) ইজারাগ্রহীতা অধিকার থাকা সত্ত্বেও, মঞ্জুরকৃত এলাকায় বা এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ভূমিসমূহ হইতে জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহারের ভূমিকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বাদ দেওয়া এলাকা বা এলাকাসমূহ মঞ্জুরকৃত এলাকার ১/৪ (এক চতুর্থাংশ) এর অধিক হইবে না এবং কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ যেইখানে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা যেমন, কূপ খনন, রাস্তা নির্মাণ, পানি এবং অন্যান্য কার্যক্রম যাহা অনুসন্ধান বা খনি সম্পর্কিত, যাহা পূর্বে শুরু করা হইয়াছে বা অগ্রগতি হইয়াছে বা যাহা খনি সম্পর্কিত সুবিধাদির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, বাদ দেওয়া যাইবে না।

(খ) উপ-দফা (ক) এর অধীন কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ বাদ দেওয়া হইলে ইজারাগ্রহীতা যে সরকারি উদ্দেশ্যের জন্য উক্ত এলাকা বা এলাকাসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছিল সেই প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে বাদ দেওয়া ভূমি ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩৩। **ক্রোক করার অধিকার ঃ** ক্রোক করিবার অধিকাররের বিষয়ে বিধি ৯৭ প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। **সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ঃ** যদি কোন কাঠামো, যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন সম্পত্তি বা বস্তু যা লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক অপসারণ করা উচিত কিন্তু তা যদি তিনি লাইসেন্সকৃত এলাকা থেকে পরিচালক কর্তৃক নোটিশ জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অপসারণ না করেন উহা লাইসেন্স গ্রহীতার অন্য কোন দায় ব্যতীত সরকারের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৫। **জরুরী অবস্থার সময়ে কাজ ইত্যাদির দখল নেয়া** ঃ যুদ্ধাবস্থায় বা জাতীয় জরুরী অবস্থায়, সরকার ইজারাগ্রহীতাকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাহার কার্যক্রম, যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গন এবং অন্যান্য সম্পত্তির বা কার্যক্রমের তাৎক্ষণিকভাবে দখল বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইজারাগ্রহীতা এইরূপ কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি এবং প্রাঙ্গন এর ব্যবহার এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সকল নির্দেশাবলী পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষতি সাধিত হইলে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

৩৬। **খনিজ সম্পদ নষ্ট হওয়ায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও দাবীর অধিকার** ঃ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধানের অভাব, অবহেলা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বাদ দেয়া বা দায়িত্ব অর্পণ করিবার কারণে খনিজ সম্পদের কোন ক্ষতি হইলে পরিচালক,ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতির মাত্রা নিরূপণ করিবেন এবং ইজারাগ্রহীতা এইরূপ নিরূপিত ক্ষতিপূরণ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে এবং বকেয়া রয়্যালটির ন্যায় পরিশোধ করার জন্য বাধ্য থাকিবেন।

৩৭। **দৈব দুর্বিপাক** ঃ দৈব দুর্বিপাকের কারণে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে সরকারকে ইজারাগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন দাবী করিবার বা ইজারা বাতিল করিবার অধিকার প্রদান করিবে না। এই ইজারার ক্ষেত্রে "দৈব দুর্বিপাক" বলিতে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বুঝাইবে ঃ

যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বেসামরিক গোলযোগ, ঝড়, সামুদ্রিক জোয়ার, বন্যা, বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, ভূমিকম্প বা অন্য যে কোন কারণ যাহার উপরে ইজারাগ্রহীতার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই।

৩৮। **বাংলাদেশী নাগরিকের চাকুরীতে নিয়োগ** ঃ ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদবিবেচনায় ইজারাগ্রহীতার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গ্রেডসমূহে বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিকদের চাকুরীদানের জন্য ইজারাগ্রহীতার নিকট দাবী জানাইতে পারিবে এবং এইসব কর্মচারীদের বাংলাদেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ইজারাগ্রহীতা এই বিষয়ে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত যথাযথ নির্দেশাবলী প্রতিপালন করিবেন এবং কতজন বাংলাদেশী নাগরিকের নিয়োগ দেওয়া হইবে বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে তাহা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করিবেন।

৩৯। **বিরোধ এবং সালিশী** ঃ বিরোধ এবং সালিশ সম্পর্কে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৪৭ প্রযোজ্য হইবে।

৪০। **স্বত্ব নিয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদি** ঃ বিধি ১৩ এর অধীন ইজারার স্বত্ব নিয়োগ এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা উহা তাৎক্ষণিকভাবে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অন্যথায় ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করিতে পারিবে।

৪১। **প্রতিবেদন গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে** ঃ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে সময়ে সময়ে চাহিদা অনুযায়ী, পরিচালকের লিখিত সম্মতিতে যুক্তিসংগত কারণে বাতিলকৃত ব্যতীত, সকল লগ, ভূ-তাত্ত্বিক বা ভূ-পদার্থিক রেকর্ড, পরিকল্পনা বা নকসাসমূহ নিজ খরচে যথাযথভাবে পরিচালকের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং পরিচালকের বিবেচনায় অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর সময়কাল পর্যন্ত গোপনীয় থাকিবে এবং পরিচালক উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

৪২। **নতুন মূলধনের ইস্যুর বিজ্ঞপ্তি** ঃ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সময়ে সময়ে কোন নতুন মূলধন ইস্যুর বিষয়ে ইহার বিবরণাদি পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে হইবে।

৪৩। **উৎপাদন রিটার্ণ দাখিল** ঃ উৎপাদন রিটার্ণ দাখিলের বিষয়ে বিধি ৮০ প্রযোজ্য হইবে।

৪৪। **রয়্যাল্‌টি পরিশোধ** ঃ রয়্যাল্‌টি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধি ৮১ প্রযোজ্য হইবে।

৪৫। **রক্ষিত হিসাব পরিদর্শন** ঃ রক্ষিত হিসাব পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিধি ৬৭ প্রযোজ্য হইবে।

৪৬। **ইজারাকৃত এলাকার বন্ধক** ঃ এই চুক্তির অধীন ইজারাকৃত এলাকার বন্ধকের ক্ষেত্রে বিধি ১৪ প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। **জরিমানা** ঃ অননুমোদিত কাজ বা বাধার ব্যাপারে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৮৭ প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। **ইজারাগ্রহীতার শর্তাবলী, অধিকার এবং দায়সমূহ** ঃ এই ক্ষেত্রে বিধি ১৬ প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। **অবৈধ কার্যক্রম** ঃ এই সম্পর্কে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৯১ প্রযোজ্য হইবে।

৫০। **ইজারা বাতিলকরণ ও রহিতকরণ** ঃ ইজারা বাতিলকরণ ও রহিতকরণের বিষয়ে এই চুক্তির ক্ষেত্রে বিধি ৮৪ প্রযোজ্য হইবে।

৫১। **রিভিশন** ঃ যেইখানে ইজারাগ্রহীতা পরিচালকের কোন আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সেইখানে ইজারাগ্রহীতা সরকারের কাছে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে বিধি ৮৫ এর অধীনে আবেদন করিতে পারিবেন।

নিম্নে উল্লিখিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে পক্ষদ্বয় এই চুক্তির শর্ত এবং নিয়মাবলী পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিলেন।

পরিচালক
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
এবং
ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

সাক্ষী ঃ (১) ----------

(২) ----------

ইজারাগ্রহীতা

সাক্ষী ঃ (১) ----------

(২) ----------

সংযুক্তি-ক

ইজারাকৃত এলাকার বিবরণ

১। অবস্থান ঃ

২। মোট এলাকা ঃ

৩। মৌজার নাম (যদি এলাকা অনধিক দুইশত হেক্টর হয়) ঃ

৪। টপোগ্রাফিকাল সীট নং (যদি এলাকা দুইশত হেক্টরের অধিক হয়) ঃ

৫। রঙ, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দ্বারা চিহ্নিত এলাকা ঃ

৬। সীমানা ঃ

(ক) উত্তরে ঃ

(খ) দক্ষিণে ঃ

(গ) পূর্বে ঃ

(ঘ) পশ্চিমে ঃ

৮ম তফসিল

অনুসন্ধান লাইসেন্স/খনিজ ইজারা/কোয়ারী ইজারা
স্বত্ব নিয়োগ বা হস্তান্তর করার জন্য চুক্তির ফরম
(বিধি-১৩)

এই চুক্তি..... দিন.....মাস.....বৎসর তারিখে সম্পাদিত হইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রতিনিধিত্বকারী জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষে কার্যসম্পাদনকারী পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো..... ঢাকা অতঃপর "লাইসেন্স বা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" বলিয়া অভিহিত;

এবং

.....অতঃপর "হস্তান্তর গ্রহীতা/স্বত্বান্তরগ্রহীতা" হিসাবে অভিহিত, এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি।

যেহেতু লাইসেন্সগ্রহীতা/ইজারাগ্রহীতা তাহার এবং সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি সংযুক্তি হিসাবে প্রদর্শিত..... এলাকায় অনুসন্ধান বা খনি বা কোয়ারী কার্যক্রম সম্পাদনের লাইসেন্স বা ইজারার স্বত্ব নিয়োগের/হস্তান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন;

যেহেতু লাইসেন্সগ্রহীতা/ইজারাগ্রহীতা তাহার লাইসেন্স/ইজারা স্বত্ব নিয়োগী/হস্তান্তরগ্রহীতা এর নিকট স্বত্ব নিয়োগ/হস্তান্তর এ ইচ্ছুক;

সেহেতু সরকার লাইসেন্সগ্রহীতা/ইজারাগ্রহীতা এর অনুরোধক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এইরূপ স্বত্ব নিয়োগ/হস্তান্তর মঞ্জুর করিল।

১। হস্তান্তরগ্রহীতা/স্বত্বনিয়োগী লাইসেন্স/ইজারার জন্য.....মাস .....বৎসর তারিখে প্রণীত চুক্তিতে বর্ণিত সকল বিধান, শর্তাবলী এবং চুক্তিসমূহ সকল ক্ষেত্রে এমন ভাবে পালন, উদ্‌যাপন এবং মানিয়া চলিবেন যেন লাইসেন্স বা ইজারা হস্তান্তরগ্রহীতা বা স্বত্বনিয়োগীর অনুকূলে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২। হস্তান্তরগ্রহীতা/স্বত্বনিয়োগী সরকারের সাথে এই চুক্তিসমূহ, বর্ণনাসমূহ এবং শর্তাবলী সর্বতোভাবে পালন/উদ্‌যাপন করিবার ব্যাপারে সম্মত হইয়াছে।

৩। হস্তান্তরগ্রহীতা/স্বত্বনিয়োগী সকল দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন এবং লাইসেন্সগ্রহীতা/ইজারাগ্রহীতা, যাহার নিকট হইতে লাইসেন্স/ইজারা হস্তান্তর করা হইয়াছে, তাহার সকল পাওনা পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন।

৪। হস্তান্তরগ্রহীতা/স্বত্বনিয়োগী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিচালক কর্তৃক দাবীকৃত সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি এবং দলিলাদি প্রেরণ করিবেন।

নিম্নে উল্লিখিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে পক্ষদ্বয় এই চুক্তির শর্ত এবং নিয়মাবলী পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিলেন।

পরিচালক
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
এবং
লাইসেন্স/ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

স্বাক্ষী ঃ (১).....
(২).....

স্বত্ব নিয়োগী/হস্তান্তরকারী

স্বাক্ষী ঃ (১).....
(২).....

৯ম তফসিল
অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য রেজিস্টার
(বিধি-৫০)

ক্রমিক নম্বর	লাইসেন্স গ্রহীতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা	লাইসেন্স মঞ্জুরের তারিখ	যে মেয়াদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে
১	২	৩	৪	৫	৬
যে খনিজের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে	এলাকার অবস্থান এবং চৌহদ্দি	মোট মঞ্জুরকৃত এলাকা (হেক্টর)	পরিশোধযোগ্য বাৎসরিক ফি (টাকা)	নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ (টাকা)	নিরাপত্তা জামানতের টাকা ফেরত অথবা নিষ্পত্তির বিবরণ (টাকা)
৭	৮	৯	১০	১১	১২
পরবর্তী নবায়নের তারিখ	স্বত্ব নিয়োগীর বিবরণ (যদি থাকে)	স্বত্ব নিয়োগ বা হস্তান্তরের তারিখ	সমর্পণ বা অবসায়ন বা বাতিলের তারিখ	মন্তব্য	
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	

১০ম তফসিল
খনি ইজারার জন্য রেজিস্টার
(বিধি-৬০)

ক্রমিক নম্বর	লাইসেন্স গ্রহীতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা	ইজারা মঞ্জুরের তারিখ	যে মেয়াদের জন্য ইজারা মঞ্জুর করা হইয়াছে
১	২	৩	৪	৫	৬
যে খনিজের জন্য ইজারা মঞ্জুর করা হইয়াছে	এলাকার অবস্থান এবং চৌহদ্দি	মোট মঞ্জুরকৃত এলাকা (হেক্টর)	পরিশোধযোগ্য বাৎসরিক ফি (টাকা)	নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ (টাকা)	নিরাপত্তা জামানতের টাকা ফেরত অথবা নিষ্পত্তির বিবরণ (টাকা)
৭	৮	৯	১০	১১	১২
পরবর্তী নবায়নের তারিখ	স্বত্ব নিয়োগীর বিবরণ (যদি থাকে)	স্বত্ব নিয়োগ বা হস্তান্তরের তারিখ	লাইসেন্সকে ইজারাতে রূপান্তরের তারিখ	সমর্পণ বা অবসায়ন বা বাতিলের তারিখ	মন্তব্য
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

১১তম তফসিল
রয়্যাল্‌টির হার
বিধি-২(২৬), ৬৬(৪), ৮১(৫)

	খনিজের নাম	খনিমুখে মূল্যের শতকার হার		
		ভূগর্ভস্থ খনি পদ্ধতি	উন্মুক্ত খনি পদ্ধতি	কোয়ারী ইজারা
১	কয়লা	৫	৬	৮
২	পিট	৬	৭	৭
৩	সিলিকা বালু	১০	১৫	১৫
৪	সাধারণ পাথর (পেবল, বোল্ডার ইত্যাদি)	-	১০	১০
৫	কঠিন শিলা	২.৫	৬	৬
৬	চুনাপাথর	৫	৬	৮
৭	সিমেন্ট কারখানার উপাদান হিসেবে মটল্ড ক্লে, শেল বা কাদামাটি	-	৪	৫
৮	চায়না ক্লে (ফায়ার ক্লে বা সাদা মাটি)	৬	১০	১০
৯	ভারী খনিজ	১০	১৫	১৫
১০	উপরে বর্ণিত হয় নাই এই ধরণের খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে সরকার রয়্যাল্‌টি'র শতকরা হার নির্ধারণ করিবে।			

নোট ঃ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বিএমডি ও জিএসবি'র সহিত আলোচনাক্রমে খনিজ পদার্থের কোয়ারী/খনিমুখের মূল্য নির্ধারণ করিবে।

১২তম তফসিল
খনিজের তালিকা
(বিধি-৭৬)

কোয়ারী ইজারার জন্য খনিজের তালিকা ঃ—

১। সাধারণ পাথর (পেবল, বোল্ডার ইত্যাদি)।

২। বালু মিশ্রিত পাথর।

৩। কঠিন শিলা (যাহাতে কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া উৎপাদন করা যায়)।

৪। সিলিকা বালু (যাহা কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া উৎপাদন করা যায়)।

৫। চায়না ক্লে (সাদা মাটি), শেল (যাহা কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া উৎপাদন করা যায়)।

৬। শেল (যাহা কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া উৎপাদন করা যায়)।

৭। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যাদি যাহা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে ঘোষণা করা হইতে পারে।

১৩তম তফসিল

কোয়ারী ইজারার রেজিস্টার

(বিধি-৭৬)

ক্রমিক নম্বর	ইজারা গ্রহীতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা	ইজারা মঞ্জুরের তারিখ	যে মেয়াদের জন্য ইজারা মঞ্জুর করা হইয়াছে
১	২	৩	৪	৫	৬
যে খনিজ প্রদানের জন্য ইজারা মঞ্জুর করা হইয়াছে	এলাকার অবস্থান এবং চৌহদ্দি	মোট মঞ্জুরকৃত এলাকা (হেক্টর)	পরিশোধযোগ্য বাৎসরিক ফি (টাকা)	নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ (টাকা)	
৭	৮	৯	১০	১১	
জমা টাকা ফেরত বা নিষ্পত্তির বিবরণ (টাকা)		পরবর্তী নবায়নের তারিখ	সমর্পণ বা অবসায়ন বা বাতিলের তারিখ	মন্তব্য	
১২		১৩	১৪	১৫	

১৪তম তফসিল

পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন রয়্যাল্‌টি ব্যতীত
সর্বাধিক যে পরিমাণ খনিজ অপসারণ করা যাইতে পারে
(বিধি-৯০)

ক্রমিক	খনিজ পদার্থ বা উহার আকরিকের নাম	পরিমাণ
১	কয়লা/পিট	১০০ কিলোগ্রাম
২	সিলিকা বালু	১০০ কিলোগ্রাম
৩	সিম গ্যাস	৫ ঘন মিটার
৪	সাধারণ পাথরসমূহ (পেবল, বোল্ডার ইত্যাদি)	১০০ কিলোগ্রাম
৫	কঠিন শিলা	১০০ কিলোগ্রাম
৬	চুনাপাথর	৫০ কিলোগ্রাম
৭	চায়না ক্লে (ফায়ার ক্লে বা হোয়াইট ক্লে)	৫০ কিলোগ্রাম
৮	ভারী খনিজ	১০০ কিলোগ্রাম
৯	উপরে বর্ণিত খনিজ ব্যতীত অন্যান সকল খনিজ পদার্থ	সরকার বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডি'র সহিত আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন
সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত| web site: www.bgpress.gov.bd